

প্রথম প্রকাশ : বহালয়া ১৩৬৪।

পরিবেশক :

দে বুক স্টোর

১৩ বক্সিং চ্যাটার্জি স্ট্রিট

কলকাতা ৭০

প্রকাশক :

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী : এস. আর. পাবলিকেশন

৮৪ বি, কীহুলিয়া রোড : কলকাতা ৭০০ ০২৯

মুদ্রক :

অরিন্দ্র কুমার । টেকনোগ্রাফি

৭ দ্বিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৬

উৎসর্গ

অক্সাম্পদেষু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে

কিছু কথা

মনে পড়ে শিশুকাল থেকেই মনের মধ্যে ছন্দের ঢেউ উঠত। অবধা খেলার ছলে ছড়া পত্র লিখতাম। কিছু ভাষার ভাণ্ডার ছিল অতি শীথিল। বারানসীতে বসন্ত কলেজ রাজবাটী থেকে বিজ্ঞান শাখায় হিন্দী মাধ্যমে পড়াশোনা। তারপর বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে এক সাময়িক ডাক্তারের সঙ্গে বিবাহ হল। কখনও একা কখনও দুজনে যুদ্ধের সময় ওর কোর্সের সময় কত বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। অক্ষরের সঙ্গে ছিল না সম্পর্ক। সংসার-চক্রের ঘড়ঘড়ানিতে যা সরস্বতীর আরাধনাতে হল দীর্ঘ বিরতি। চয় সাত বছর আগে স্বামী-চাকরি থেকে অবসর নিলেন। নিরন্তর বাস্তব জীবন থেকে সন্টলেক এর নির্জনতায় একটি ছোট্ট ফ্লাটে (মহাবীর বিকাশে) এলাম। তারপর প্রবল একাকীত্বের বোধ থেকে ফিরে এল বাগদেবার প্রতি মনোনিবেশের স্পৃহা। কিছু বাংলা বই কিনে পড়তে শুরু করলাম। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার নিয়ম করলেন। একে একে দুই ছেলে এক মেয়ে আপনাপন কর্মস্থলে চলে গেল। মন হয়ে উঠল উষ্ম। কতদিন পর দৈনিক হয়ে 'উঠল আখর শুষ্করি।' আবার সেই কবির 'নিখিলের যশ ভঙ্গ'-এর মত ভ্রমে উঠল। লিখতে শুরু করলাম। একদিন বিধান নগর নামে একটু উচ্ছ্বাস আবেগ বেদনাতরে পত্র লিখে বিধান নগর সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহর্ষীলাল কুমার রায়চৌধুরীর হাতে দিয়ে এলাম। কিছুদিন বাদে দেখি সেই ছোট কাব্যকলি কাগজে ফুটে উঠেছে! ওহো সে কী আনন্দ! সেই হল প্রেরণা। যেন আলো দেখালাম। লিখি, আরো লিখি আরো আরো লিখি। উৎসাহে আজ ছোট বড় বই পত্রিকায় পাঠিয়ে যাচ্ছি লেখা। নামানামা কাগজে না হলেও বেশীর ভাগই ছাপা হয়। ইতিমধ্যে পেয়েছি একজন কর্মবাস্তব দিশারী কচিরা মুখোপাধ্যায় (আজকাল)।

আবার মনে হল কলকাতায় কত বড় বড় লেখক লেখিকা আছেন তাঁদের কি করে দেখি? অটোগ্রাফ নিতে শুরু করলাম। ব্যাভিনায়া সাধকদের দর্শনে অভিভূত হয়ে তাঁদের নামে মনের মধ্যে একে একে কবিতা গড়ে উঠল। এই বইয়ের একটি অংশ 'নাথের দারা আখর হারা। প্রখ্যাত গুণীজন ছাড়াও বহু আল্লীদ্বর্গ এবং চেনাআনা জড়িত আছেন। তবে ভাষার পন্থতার ভঙ্গ লেখা নয় জোরালো। তাই সেই সকল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অহরোধ জানাই তাঁরা

নিভেদের মহাহুতভতা দিয়ে আমার ভাব প্রকাশের ব্যর্থতা কে যেন কবির চোখে দেখেন ।

ভাবলার একটি সংকলন করে ছাপাই । বাইরের জগতে কোন পরিচিতি নাই । কি করি ! যন্ত্রের যত ভেসে উঠল পথ ! প্রচ্ছদে এবং রুক এ সাহায্য করলেন বিশিষ্ট শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী বহালদয় । সম্পাদন করলেন শ্রীকচিরা সুখোপাধ্যায় । উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছেন বহু লেখক ও সম্পাদক । যেমন লোকশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমন্মুখ্যার সেন বর্ণালী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীপ্রবীর ঘোষ নীল দিগন্তের শ্রীকলীকৃষ্ণ হালদার ; ধর্মের নামে বই-এর লেখক শ্রীঅলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী সাহিত্য সৈকত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমাহব তট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ।

অসীর কৃতকৃত্য জানাই যাদের কাছে থেকে স্বপ্ন পূর্ণ হল । তাঁরা আমার স্বামী ত্রিগেডিয়া (ডাক্তার) অজিতকুমার দত্ত, কস্তা ডাক্তার যশুমিতা সেন, বড় পুত্র ডাক্তার অমিতান্ত দত্ত, ছোট পুত্র ডাক্তার অরিন্দম দত্ত ।

সকলেরই সাহায্য এবং প্রেরণা চিরস্মরণীয় ! সম্পূর্ণ বইখানি ছাপাবার জন্য বিশেষ আশোকপাত করলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু পত্রী

তাকে বর্ণে বর্ণে জানাই কৃতকৃত্য ।

অনীতা দত্ত

শ্রীমতী অনীতা দত্ত তাঁর কিছু কবিতা আমাকে পড়তে দিয়ে-
 ছিলেন। পড়ে মনে হল, বাংলা কবিতার এখনকার যে প্রকাশ-
 রীতি, তার সঙ্গে তাঁর যোগ-সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তিনি একটু
 প্রাচীনপন্থী। কিন্তু ভাবনার ভাই বলে প্রাচীন নন। আমাদের
 চারপাশের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর যে ভাবনা, সেটাই তিনি
 তাঁর কবিতার মাধ্যমে পেশ করতে চেয়েছেন। এ-ব্যাপারে তাঁর
 আন্তরিকতায় কোনও সন্দেহ নেই। আমি আশা করব, তাঁর প্রকাশ-
 রীতি ক্রমশ আরও আধুনিক হবে, এবং তাতে লাগবে নবীনতার
 ছোয়া। ইতিমধ্যে যেটুকু যা পাওয়া গেল, তারই জজ সাধুবাদ
 জানাব তাঁকে। সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সেদিক থেকে
 দেখলে বলতে হয় যে, এখানেই তাঁর যাত্রা শুরু হল। পড়ে যেতে-
 যেতে তাঁর অভিস্রুতা বাড়বে, দৃষ্টি আরও খল্লি হবে। সেট কখন
 ভেবে অগ্রিম তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তার যাত্রা শুভ হোক।

সূচীপত্র

আবার কবিতায়	১১	বিদ্যাতার চরণে একী।	৩৬
সব্বের চিহ্ন—	১২	চোখ	৩৭
উঁচল আখর ওজরি	১২	ঐশ্বর্যকঙ্কের চবি	৩৮
আখর ওজন	১৩	'সবার উপরে যাহুস সত্য	
লেখনিক	১৩	তাহার উপরে নাই'	৩৮
লেখনী	১৪	মোকদ	৩৯
মন	১৪	একী প্রেম	৪০
আমি কবিতা	১৫	সেদিন শিকাগোতে বিবেকানন্দ	৪১
তালবাসা	১৬	সেই সবুজ	৪২
বেদনা	১৭	বেরীতে	৪৩
মরীচিকা	১৮	বিদ্যান নগর	৪৪
কণায়ণ	১৮	নব বর্ষা	৪৫
নব আলোড়ন	১৯	ঝিমায় বেরী ঝিমায়	৪৭
অন্তর্যামী	২০	বৃদ্ধাবাসে	৪৮
তবুতো	২০	নাই কি আর ভিন্নধারা ?	৪৮
হৃদয়ের ডাক	২১	নিরাসক্ত উর্ধ্বোন্মুখ উটের সারি	৪৯
হিম বীভরাগ	২১	কালবৈশাখী ঝড়ে	৫১
বিগত স্পৃহ	২২	কলকাতার নববর্ষ চোদ্দশত মাল	৫২
জীবন	২৩	বিদায় অর্থ্য	৫৩
শহর থেকে গ্রাম	২৩	রবীন্দ্র সত্য	৫৩
এদিনের নৈরাশ্র	২৪	একবার বল্ যা !	৫৪
স্বপ্নরাজ	২৫	ঐশ্বর্যজিৎ রায় আবার চিত্র	
বুদ্ধকা	২৬	আলোকে	৫৫
হোলাকা	২৭	লাগল মাতন কোন আবেশে	৫৬
হাহাকার	২৭	পুষ্পাঞ্জলী	৫৯
বসন্ত	২৭	শীতের ছুটি নতুন বিদে	৬০
তার। মৈত্রী	২৯	এসো নির্মল নববর্ষ	৬১
পৃথিবীর চিহ্ন মজলগ্রহে	২৯	একই মস্তে	৬২
বার্ষিক্যের বিভ্রম	৩১	কণিকের প্রভাষ	৬৩
নব উপহার	৩১	কাহ্নস	৬৪
সাক্ষরতা	৩৩	সুতবিজয়া	৬৪
নতুন বছর নতুন আশায়	৩৪	গোধূলি মিলন	৬৫

পঁচিশে তিসের	৬৬	স্নেহাশিস্	৮৮
বরাত	৬৭	ভূতেশ্বা	৮৮
আজকের দিনটি	৬৮	অন্ন নৌল	৮৮
হারানো প্রেম	৬৯	একটুখানি কুর্তি লনে	৮৯
মদুর হাসি	৬৯	শব্দ দ্বারা আখর হারা	৯০
জীবনের গাড়ী	৭০	কবিতা	৯০
আজব পমিক	৭১	গল্প	৯০
খপ্প কিসের	৭১	প্রবন্ধ	৯১
বানান্ড সিঙারা খাও গরম	৭২	ছড়া	৯১
কান্ধি থেকে কলকাতায় যাত্রা	৭৩	নাথের দ্বারা শব্দ হারা	৯১
ককুর লাউ ভগা	৭৪	মাপার টেরিসা	৯১
হুগোৎসব মহাবীর বিকাশ	৭৬	শ্রীমত্যাংকিং রায়	৯১
অলীক যন্ত্রাদেশ	৭৭	অজ্ঞার মান	৯২
যশনে সঙ্কপূজা	৭৯	আশা-পূর্ণা দেবী	৯২
মহানবীর দশা	৮০	শব্দ ঘোষ	৯২
মহাদেশমী	৮১	বৃদ্ধদেব শুভ	৯৩
শান্তিভঙ্গ	৮২	দাণ্ডরময় ঘোষ	৯৩
শুভবিজয়া	৮২	গৌরকিশোর ঘোষ	৯৩
দ্বিতীয় খণ্ড 'আখর লহরী'		অরুণ বাগচী	৯৩
আখর লহরী	৮৩	অমর্ত্য সেন	৯৪
ভাবনা	৮৪	অন্নদাশঙ্কর রায় লীলা রায়	৯৪
দৃষ্টি	৮৪	মৈত্রেয়ী দেবী	৯৪
প্রেম	৮৫	হুগোৎসব ঘোষ	৯৪
শারদা মায়ের ডাক	৮৫	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৯৫
মেঘের আকাশ	৮৫	বিশ্বজিৎ রায়	৯৫
ওরে নিবোধ পাষণ	৮৬	শিবেন্দু মুখোপাধ্যায়	৯৫
সাঁজের প্রদীপ	৮৬	জালাল	৯৬
শিঙাজের ঝাঁজ	৮৬	নবনীতা দেবসেন	৯৬
খেয়াল হল বাংলা লিখি	৮৬	পূর্ণেন্দু পত্রী	৯৬
জীবন মরণ	৮৭	অমিতা সেন	৯৬
মনের প্রদীপ	৮৭	আনন্দ বাগচী	৯৭
আকাশ	৮৭	পবিত্র সরকার	৯৭
মিঠি বোমার শুভজন্মদিন	৮৭	রেখা চক্রবর্তী	৯৮
স্মৃতি	৮৮	কচিরা মুখোপাধ্যায়	৯৮

শংকর	১৮	বীণাকী দত্ত	১১০
প্রবোধ বসু	১৯	ভাস্কর টুকুন	১১০
অমিতাভ চৌধুরী	১৯	ভাস্কর প্রমাদী পাল	১১১
বসন্ত চৌধুরী	১৯	সুমনা বিবাস-সুজয় বিবাস	১১১
আনন্দশংকর তত্ত্বশীলকর	১৯	অমরীষ দাস-অভিষেক দাস	১১১
রাধানাথ মণ্ডল	১০০	অমূল্য দাস	১১১
দেবপ্রী রায়	১০০	পার্বসারথি দাস	১১২
সুধীর মৈত্র	১০০	বীথিকা বোস	১১২
গণেশ হালুই	১০০	জয়ন্ত স্মৃতি অচিত্ত প্রশান্ত	১১২
সুশীল রায়চৌধুরী	১০১	রেণুকা দাস	১১২
ভাস্কর অজিতকুমার দত্ত	১০২	মঞ্জুলিকা বিবাস	১১৩
অনীতা	১০২	সুপেন্দ্রনাথ দাস	১১৩
বুদ্ধদেব	১০২	শান্তিপ্রভা দাস	১১৩
সুনীল বসু	১০৩	অমিতাভ ঘোষ	১১৪
অয়্যান দত্ত	১০৩	মীরা ঘোষ	১১৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৪	স্মৃতি নন্দন	১১৫
দেবেশ রায়	১০৪	মঞ্জুলী ভাস্কর দাসগুপ্ত	১১৫
ত্রিগেডিয়ায় রবীন্দ্রনাথ দত্ত অন্নাদিত্ত	১০৪	জয়প্রী রায়	১১৫
বুপেন্দ্র	১০৫	গীতা জ্যোতি গুপ্ত	১১৫
রূপপ্রী সেন	১০৫	পুনম কমা ডলি	১১৬
তারাদি	১০৬	বিপ্লব, তপস্বী, অজু, পিয়ারী, অরুণ	১১৬
ভাস্কর অরিন্দম দত্ত সোম্য দত্ত	১০৬	মনে পড়ে	১১৬
সুপূর্ণা দত্ত	১০৬	মঞ্জুর স্তম্ভ পরিণয় সময়ের সাথে	১১৭
অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী	১০৭	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১১৮
সুভাষ মৈত্র সুমনা মৈত্র	১০৭	যেনকা স্মারলী বান্সা অশোক	১১৯
অমরীষ দত্ত	১০৭	আরতি দাস	১১৯
স্বপ্ন দত্ত	১০৭	খোকা থাকুরা মুনমুন সজিতা নন্দিতা	১১৯
অরুণোদয়	১০৮	ত্রিগেডিয়ায় রসময় গাজুলী	১১৯
প্রভাত প্রমোদ	১০৮	The New Mousoon	১২১
ভাস্কর বাপুন	১০৮	The Omni Scient Within	১২৩
ভাস্কর বধুমিতা সেন	১০৯	The Mirage	১২৩
অবিনাশ সেন	১০৯	From City to Village	১২৪
ভাস্কর বাপু	১০৯	Pain	১২৫
ভাস্কর অমিতাভ দত্ত	১১০	The Depiction	১২৫
		The Wail	১২৬
		The Call of Heart	১২৭

আমার কবিতায়

কিন্তু আমার কবিতায় অতি সাদাশাট্টা চিত্তন
দেখে হায় বেদনার শরীরে লাগে কিম্ব কিম্ব স্পন্দন !
একী এলোমেলো চেউ—

স্থনীল মহাসাগর বুঝি ধোঁয়াশা মনে হয়
তল্লাহীন মহানিশা আত্মবিকোভে
বিগত গ্রীষ্মে উত্তপ্ত সৈকতে ভূমানল সেরে
প্রাণের প্রবল ধারণাতে নব অক্ষুরে
পেঁথে আনে জীবনের কঠিন প্রত্যয় !
প্রভাতের তরুণ তপন রহস্তের ভেদ খোলে
নিনিমেখে ভেসে ওঠে নয়নের কোলে
বিপন্ন পৃথিবীর বহুঙ্গামী বিপর্ষয় !
উপকৃত অতুষ্ণ, বিবকার কেঁপে ওঠে মন
হৃদয়ে আছড়ে পড়ে উদ্ভাল ভাবনা তার—

ফেনিল বাঙ'ম

কখনও কি নাগাল পাবো আর ?
আদর্শ ঐচ্ছিত্য নিয়ে সেই সার্থক কবিতার—
অজানা অচেনা মাটি চিনে চিনে
প্রতিদিন সীমান্তের অভিসার—
বিশ্বের দরবারে সবত্র ভাবার

বিশালতা ছেয়ে

প্রেমের ঘূঁর্নায় মহলোক একাকার !
কিন্তু আমার কবিতায় অতি সাদাশাট্টা চিত্তন
দেখে হায় বেদনার শরীরে
লাগে কিম্ব কিম্ব স্পন্দন !

সময়ের চিহ্ন

পায়ে পায়ে সময় চিহ্ন এঁকে যায়
জীবনের প্রহর খসকে দাঁড়ায়
তাবে কেন ! কী তার অভিপ্রায় ?
ঈষৎ ঘোবটা খুলে, দৃষ্টি হেসে—
তোরের প্রকৃতি বলে ওঠে আমি জানি !
বিগত সময়ের স্মৃতি চিহ্ন
নব প্রভাতের অবলম্বন !
অকস্মাৎ প্রবল সূক্ষ্মান !
ত্রিলোক উদাল পাখাল
কড় কড়ায়—পায়ে পায়ে সময় চিহ্ন এঁকে যায়
জীবনের প্রহর আবার খসকে দাঁড়ায়
তাবে কেন কী তার অভিপ্রায় ?
এক আকাশ হাসির উজ্জ্বল ছড়িয়ে
আপাদ আবরণ মুক্ত করে এখন—
মধ্যাহ্নের প্রকৃতি বলে ওঠে আমি জানি !
নতুন যুগের উদ্ভাবন !
পায়ে পায়ে সময় চিহ্ন এঁকে যায়
বিগত সময়ের স্মৃতি চিহ্ন
নব প্রভাতের অবলম্বন !

উঠল আখর গুজরি

উঠল আখর গুজরি
আয়রে হৃদয় মঞ্জরী
আখর বর্মে জীবন সাধন
হুই নয়নে বিশ্ব বশন
আখর পরশে প্রকৃত চেতন
গাও হৃদয়ীর মধুর ভজন

আখর অর্থে দাঁড় শব্দিত প্রাণ
 শোকার্তের চিত্তে আনো শিকার ধ্যান
 সাক্ষরতার শোণানের পথ ধরে
 বাণ চলে বিজ্ঞান প্রান্তরে
 সন্মুখে নবীন উজ্জ্বল দিন
 যত কুপ্রথা ভেঙে হোক রক্তিন
 আখরে আখরে গাঁথ-ছন্দরের গান
 বিলাতে বিলাতে দেখো নব প্রতিদান !

আখর গুণ্ডন

উঠল আখর গুণ্ডরি
 সেই স্বরে আজ গান ধরি
 ওরে ভৈরব রাগ-তান বাঁধি আয়
 তালের খেলার উতল হাওয়ার
 এবার নিশীথ অবসান !

লেখনিক

নিভৃত গৃহ কোণে জানি ওগো জানি
 হুমি বৃণিবর্ত হয়ে ওঠ যেতে
 যখন তোমার বিনীত অমূল্য লেখন সম্পদ
 ধৈর্যে চলে ত্রিলোকস্পর্শী সাধনার ত্রতে
 শত সহস্র রূপান্তর লক্ষ্যপূর শোভে
 জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সরসী সন্দর্ভ রচনাতে
 নিত্য নূতন অন্বেষণ নব সূর্যের প্রাতে
 বর্ষে বর্ষে অতিভূত ইতিহাসের পাতায় পাতায়
 মর্মার্থ ভাষার চরম দোলায়
 মহান মহর্ষি হে চির লেখনিক !

জীবের অগতঃ ইঞ্জির উদ্ভাবনা বত—
 অরূপ অবর্ণনীয় অতি !
 ভাবান্তরিতে লেয়েছি সেই প্রকৃত অত্মবৃত্তি !
 সরল স্বপ্ন সাহিত্য দ্বারায়
 শুধু তোমারই লালনায় প্রিয় !

লেখনী

লেখনী ! মহিমা তোমার অসীম অপার
 আমি যেন সেই চিত্রপট আলোচ্য আধার—
 চির কল্পিত কল্পিত অগণিত চূষনে
 অক্লান্ত দ্বিধাহীন চেয়ে আছি অনিবার !
 যুগে যুগে উদ্ভাসিত ইতিহাসে
 কখনও তুমি অক্ষরজননী রূপে,
 প্রেরণায় নিবিড় ভাবনায় যেন প্রিয়তমা
 কখনও ঐক্যে বৈক্যে চল চূপে চূপে !
 মসিজীবীর প্রবল অঙ্গুলি বেষ্টিত
 ওগো কণিকা শরীরে লেখনী তুলিকা !
 মনের অজ্ঞতেদী ছায়াপথ তেড়ে
 কণে কণে নেমে আস যন্ত্রিল চোখে—
 বিশ্ব মানবের বিশাল অন্তরধানি ছেয়ে
 লেখনী হে মহান বর্ণমাড়া !
 জ্ঞানের আলোকে তোমার বিচরণ
 অবিরাম দিকে দিকে

মন

কী যেন তরঙ্গী অতি দ্রুততম পৃথিবীর ?
 প্রতিজ্ঞীয় নদীবানে আগে চির শাস্ত মন

পলকে পলকে ভূমি জীবনের কণ !
 দূর দূরান্তে ঘেঁষে চলে নিভীক হুপ্রবীর—
 কখনও দুর্গম সৃষ্টি কখনও নির্গম মহর্লোক ।
 বড়ের আবেগে তার উজ্জ্বাসহ্লাদন যোগ,
 মনের প্রথর আলোকে জ্ঞানের

— সত্ত্ব আর্ষভন,

নেবে আসে সেই আবিষ্ট চিত্ত,

— নিবিড় চিন্তাধারায়

তবু প্রতিকূল পরিবেশে হায়

অসহায় অভঙ্গ হৃদয় —

আধারে কাঁপে অচেতন !

নিসর্গ উপলক্ষি বোধনে এই ইপ্রিয়াকৃত্য

আহা ! হতো যদি দুঃস্থ অন্তরখানি

সকালিত তরুণ তমুতে

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনিমেষ একাকার হত

সংবেদ্য একই বপুতে !

অনন্ত মনন চিন্তন যেন মহাবল

— তেজস্ক্রিয়তা

গ্রহ তারকায় সর্ব সমগ্র যত —

অথই চক্রবাণে বলিষ্ঠ-স্বজনের

অনন্তর অমোঘ সংস্কার যত !

আমি কবিতা

আমি আনন্দ প্রাণি উল্লাস

আমি উৎস বাচি উজ্জ্বল

কচির সঞ্চারী আমি বাক্য বজ্রিয়া

মুখর উদ্ভাবন আমি নিসর্গ মহিমা

আমি অবার তাবনা ধারা অলস আঁধির তটে

বেদনার আমি বৃৎবৃৎ বুলি

তেনে বাই ছরত ফেনিল সাগরে—
 নরনে আঁকি সেই বরষের ছবি
 দূর দিগন্তে আঁরি ওজার ধনি
 বেজে উঠি অন্তর হতে বাহিরে
 আঁরি সেই কুরান গীতা গায়ত্রী
 সর্ব ধর্ম উদ্‌গীত, সত্যের সত্য শিখরে
 আঁরি সেই বেদের প্রথম প্রহাস
 জ্ঞানের আলোড়ন । প্রাণের বধুর পরশ ভরে ।
 আঁরি দীপ্ত-বস্ত্র, নব সালংকার।

— যুগ যুগান্তরে

আঁরি চকল, আঁরি উন্নাদ ! কনক তন্ত্রী 'পরে
 প্রবল আবেগ আঁরি ছন্দের নিবিড় বন্ধনে
 বর্ষে বর্ষে কালি স্নেহেরল ছুটি অধরে !

ভালবাসা

সেদিন সারাদু মিলন লগ্নে
 এক আকাশ নির্ভেজাল ভালবাসা
 অগ্নির দাউ দাউ শিখায়
 বস্ত্র মুগ্ধ হয়ে বলেছিল—
 আঁরি চিরন্তন সত্য !
 আঁরি তোমার—তুমি আমার—
 জীবন আর ভালবাসা
 কিন্তু জীবন ! তুমি কে ?

কখনও আঁধারে কখনও আলোতে

কখনও আকাশে কখনও বাটিতে

তবু বস আর বস ?

আঁরি তোমাকে বত বার ওই অগ্নিকে ছুঁতে বলি
 তুমি পার না পার না পার না ।
 দ্বিধা সাগর বেলায় তুমি খেলা কর

তোরের বাতাসে তোমার বিচরণ
কিন্তু বড়ের দাশটে তুমি বাধা নীচু
করে বসে পড় !

শ্রাবণের প্লাবনে তুমি ভেসে যাও
হারেরে জীবন ! তুমি বার্থপর, অজ্ঞান,
শৌখিন !

তুমি প্রেমের নির্মলতাকে সর্বদা
বুকে বাঁধতে পার না

কিন্তু ভালবাসা ছাড়া তোমার অন্ত পথ নাই
অথচ সেই পথেই প্রতি পদে পদে সে পদদলিত !
জীবন আর ভালবাসার মিলন অর্থ
একমাত্র ওই হোমায়ি চিরকাল দেখে এসেছে
কল্প নাই ! ভালবাসার কল্প নাই !
প্রকৃত ভালবাসা আঙুনেও কাঁপ দিতে পারে !

বেদনা

বেদনা ? তুমি কি দীর্ঘ অক্ষুট ক্লেশ
নিষ্ঠুর যাতনা তার—
বহাসাগরের সীমানা ছাড়িয়ে
গহিন অন্ধকার !
তুমি যে ব্যথায় চরম আবেশে
নেমে আস ধীরে ধীরে
মুক্ত দুয়ার চেতনার কাছে
শান্ত নয়ন নীরে !
বেদনা ! তুমি তো আবার রজনী রূপসী
তোমার তারকা ভূষিত বাস
শিথিল রাতের শিশির পাতে
সেই দেখেছি আলোর আশ !
এলো যতবার বাত প্রতিঘাত

জীবনের আঁধার জলে
হৃদয় প্রাণে কেঁপেছে পৃথিবী
জীবনের পলে পলে !

মরীচিকা

আঁধার পারে ঘোমটা-খোলো তুমি
কামনার অধীর উদ্বুধ !
কপের ধরায় উন্মাদনার
আর বেঁধ না কঠিন বঁদ
চির মোহময় প্রেমের অর্থে
রেখে দিও সেই সাধ !
ওই দেখো ওই ক্ষণিকের প্রভূত্ব
প্রখর রৌদ্রে নিলীন নীলিমায়
প্রি় রাতা নব দিগন্তে
একো নিষ্ঠুর স্মরণীয় !
চৈতন্য সাধন ? আঁধারেই তাঁর স্থান
কক্ষ দাহনে ধূ ধূ দিনমান
হৃদয় বিহ্বল কাঁপে ধরধর —
কালের প্রয়ান পথে
শূঁজে হা হা হাসে শব্দরী
শাঙ্ক্য বিজয় রথে !

রূপায়ন

ভাব থেকে রূপ রূপায়ন ঘোঁজে
দূর দুর্ভাগ্যের পার —
স্বপ্নে রঙে রঙে হৃদয় পরশে
অরূপ ! গৈরীখেঁচে রূপের হার

দীপ্তির রূপ চমকে চমকে
 কেঁপে ওঠে উল্লাসে
 প্রাণ ঢকল উমি অথই
 মহাদাগরের বাধে
 প্রেম ভাঙনের একী রূপায়ন !
 আধার বন্যে আসে
 জীবন ভুবন মিলে ভালবাসা
 মরমের চোখে তাসে !
 দুঃখ বেথায় হয়েছে মূর্ত
 ভিখারীর বেশে দীন
 চিত্ত সেথায় দিবসে নিশীথে
 করুণা ধারায় লীন
 বিশাল শূন্তে শক্তির রূপ
 গ্রহ তারকায় রূপান্তর
 প্রকৃতির রূপ মহাবিশ্ব ভূময়
 যুগে যুগে নব যুগান্তর !

নব আলোড়ন

তোমার আলোয় অন্তর গেছে ছেয়ে
 চোখের দৃষ্টি কখনও যদি বা হারাই
 যদি ভ্রান্তি আসে মেঘের আধারে বিরে
 অঝোরে রক্তক শ্রান্ত আকুল নীরে
 আনন্দ শ্রাবণ বৃষ্টি প্লাবন
 অটুট প্রাণে উঠুক জোয়ার—
 ব্যথার ভাঙসে ঘেন মর্ম খুঁজে পাই
 আসে আনন্দ যত ব্যত প্রতিঘাত—
 জীবনের স্তরে স্তরে—
 চরণতলে দিয়েছ কুতল পেতে—
 দিয়েছ হৃদয় জুড়ে বাতনী বাচনায়

যেদিন এ জীবন হবে জীর্ণ নিঃশব্দরূপে
 তোমার মহাবল তেজস্ক্রিয়তার
 দেহতার মুক্ত করে অনন্তে হব পীন !
 সেদিন, তোমার অপার করুণা দ্বারায়
 যেম এই আকাশ এই বাতাস এই পৃথিবী
 চিরন্তন অদুপ্রাপ্তি দেখি চূপে চূপে !

অন্তর্যামী

চোখ জানে তার চোখের কথা
 মন জানে তার মন
 পাখি জানে ফেলতে চরণ পথে যতক্ষণ !
 ধর্ম জানে সেই তো মহৎ, এক ছাঁদে যার-বাঁধ
 কর্ম জানে কোন বাটে তার জীবন তরীর ফাঁদ
 সাগর জানে সীমার মাঝে অথই যে তার রূপ
 আকাশ জানে সবই তাহার, সদাই থাকে চূপ !
 যা জননী জানে শিশুর স্বপ্ন হৃৎ হৃৎ জাগ
 জগৎ বাতা সব জ্ঞাতা জাগায় সবার প্রাণ !

ভবুতো

জগতে আধার বড়, ভবুতো আঁপোতে বাঁচি
 জীবন বিবাদময়, ভবুতো আনন্দ যাচি
 বাতাসে ঝড়ের দাপট ছড়ায় বজ্রা শত—
 ভবুতো বিজয়ী সমীর নিঃস্ব কোমল কত !
 নয়নে অশ্রু প্লাবন, ভবুতো সাগরে চাহি—
 গুঁঠে বাঘার কাঁপন, কদম্বে নীরবে বাহি
 বিবেক অকীৰ্তি বত—আড়াল করেছে মন
 বিবেক শিখরে বসি—দেখেছে চিরন্তন !

আকাশে ভ্রমের রাশি

দেখিতে ভালোই বাসি

তবুতো ধরায় থাকি,

বিলাসে বিলাই হাসি

অন্তরে প্রেমের বান কবিছে বিধার টান

তবুতো উৎসবের প্রকৃতি বিরাজমান !

হৃদয়ের ডাক

হেঁড়া হেঁড়া কালোমেঘের আন্তরণ হতে

বেড়িয়ে আসে নিশিত চাঁদের ফলা

শ্রান্ত ধূসর অন্তরীক্ষের বৃকে

বেঁধে বার বার —

বিহ্বল বিস্তীর্ণ আকাশ হিম নীল হস্তবাক !

অবুঝ কোমল শিশির করে নীরবে করে

কালের অন্তরে ছিল বিভ্রান্তির মানি

ভাগে সমগ্র ধমনী জুড়ে শীতের শিহরণ !

ওগো । মায়াবী নিষ্ঠুর গভীর রাত

স্মৃতি বিন্দুতির দুয়ার খোলো

একটু চেতনার আলোর ওই চেয়ে দেখো

সুদূর একাদশীর চাঁদে

ছিটকানো কত মরা রক্তের দাগ !

আজ বাতাসে শুকনো পাতার অহুসরণ

কিদের স্পন্দন ?

সদূরে হা হা হৃদয়ের ডাক ।

হিম বীভ্রাগ

হাড় ভাঙা দুর্দার ব্যততার আড়ালে

ভিলে ভিলে গড়ে উঠেছিল ভরণ প্রজন্ম

পাড় ভাঙা স্রোতে একে একে নিয়ে গেল তারা
 ভরলি তারা নতুন পরিকল্পনার ব্রত
 আচ্ছন্ন সেই এক আকাশ প্রেবকর স্থিতি
 ভরে ওঠে শ্রান্ত শিখিল নহনে
 বুকের পাঁতরে গুলিভূত হিন বীভৎসাগ
 তোদের অন্তরীক ক্ষুরে
 আজ বুঝি তার আবিষ্ট শোণিত ধারা
 বিকৃত বিদীর্ণ নব দিগন্তে !

বিগত স্পৃহ

বিষর ধোঁয়ালায় বা ছিল বিভ্রান্তি
 বিবেকের উত্থান পতন
 মনের মুকুরে ভেসে ওঠে সমুদয় প্রতিবিম্ব
 বিদীর্ণ বিকীর্ণ প্রতিফলন !
 যৌবনে উদ্ভাসিত অদৃষ্টের ভোর—
 ছড়ালো বিলাসী বিলাপ

তমস ঘন ঘোর !

দিনান্তে নীরব নিশীথ এল পিছু পিছু
 হারালো ইন্দ্রজাল যেন,
 পেয়েছি যাহা কিছু
 নয় থাকি আপনারই চিরন্তন ধ্যানে
 পড়ে রই শ্রান্ত জীর্ণ আমি—
 প্রশ্ন করি পৃথিবীর কানে
 কোথায় আমি কে আমি !
 আজ কেউ কি তা জানে ?
 এক দিন বুচে তবে
 অন্তর্লীন হয়ে যাবে ?
 অকিঞ্চন এ জীবন বিশ্ব চরাচরে
 চাহিবে না কেহ আর চিনিবে না যোরে ?

জীবন

ঘন মেঘে বজ্রাঘাতে—

মায়াবী বিজুলী হাসে

চমকে ! চমকে !

সমুদ্র কেন পুঞ্জ রাশি

রচে অনন্ত কাহ্না

ছলকে ! ছলকে !

ভরঙ্গ লহরী নাচে

পতন উত্থান মাঝে

পলকে পলকে !

একী বিশ্বের লীলা

ভাঙিয়া আবার গড়া

কণিকে ! কণিকে !

কত রূপের বৃন্দ

কাপায় প্রাণের বৃত্ত

পরখে ! পরখে !

আলোকে বাতাসে মিলে

প্রকৃতি হৃদয় ঢালে

বলকে ! বড়কে !

শহর থেকে গ্রাম

যাব আজ কাকন গ্রাম ।

ভালবাসার আশ্রয় বন্ধ কর

চেয়ে দেখো স্রাব বাতি ! হ্রেনে উঠে পড়

শহর পার হল, ছুটেছে নয়নে,

উচু নীচু সবুজের বেলা, নীল দিগন্তের বেলা

দূরাদূর দূরন্ত সাদা কালো বেঘ,

উন্ননা প্রাণের একী উদ্বেক !

রঙে রঙে একে যায় স্তম্ভের পাখা
 আলস্ত ঘুমের ঘোরে কিসের অড়তা ?
 অব্যক্ত চেতনার তীক্ষ্ণ খুলে খুলে
 অন্তরে তোলপাড় করেছে কি কিছু ?
 আহা ! উন্মুক্ত বাতায়নে কোল বেঁবে বস
 যাওয়া আর ফেরা নিয়ে তাবো, আরো তাবো
 প্রাণের ছর্বল দ্বার ভেঙে একাকার—
 জড় উঠে খেমে গেছে, নেবেছে আঁধার
 ধীরে ধীরে কাকন গ্রাম এই এল, এল !
 এখানে যনের কুহাব কেটে আসে আলো !

এদিনের নৈরাশ্য

প্রেম আনন্দ আবাদ ! সর্বময় একী হল আজ
 নৈসর্গিক চেতনার কাছে ছিঁড়ে গেল যত সাধ ।
 একী প্রহসন নিত্য নূতন জীবনের প্রতি দণ্ডে
 প্রতি চুলে

হারায় সকল আশার বপন
 প্রতি দিবসের কাব্য ভাষণ
 নিঃশব্দে !

ভোরের আত্ম্মি রূপ বসন্ত বাতাসে
 যে প্রাণ যেতে ছিল সেই অনন্ত আকাশে
 নয়নে কোলভরা প্রকৃতির আলো
 পলকে পলকে সব হয়ে গেল কালো !
 স্পন্দ্য স্তব্ধা সবুজ বিলাস কোথায়
 কংক্রিট আবরণে হার হর্যা ছেয়ে যায়
 এদিনের ভালবাসা জৈব আকুলতা শুধু
 বিখ্যা বরীচিকা প্রাণহীন বুধু
 সে তো কান্নার খেলা আপনাকে ভুলি
 কণিকের বাতাবাতি

এ তো নয় প্রেম বিকবিত হেম
অবল আনন্দি নিতি !

ঝড়রাজ

জীবন মৃত্যু সময়ে আজ

বসন্ত ঝড়রাজ

শিখিল বাধন করিয়া ছিন্ন

নিষ্ঠুর ভাগ্য গড়িল ভিন্ন

ফুল পল্লবে এল যত্নকরি

ডাকিছে দোয়েল হৃদাকাশ ভরি

ফাঙন পশিল গুঞ্জরিয়া

দৃষ্ট আলোকে উজ্জ্বলিয়া

মর্যরিয়া শুক পাতায়

বদন বিপুল পূর্ণ আশায়

উদ্ভূত তার উন্মিলিত চোখ !

একী দুরন্ত জীবন আলী

উজ্জার করি সদয় ঢালি

লক্ষীছাড়া চরছাড়ার

এই কি সাধন যোগ ?

কোথায় জন্ম কোথায় স্বাবর

কোথায় ধরিজী কোথায় সাগর

নব বসন্ত ক্রন্দসীর ছড়িয়ে একাকার

অরুণ প্রভাতে সাত্বালো কার রূপের সস্তার !

আকাশ তরা পাগলা হাওয়া

বিস্ফারিয়া বহুজ্বার

ফেনিয়ে তোলে মহাসাগরে

কত যে তার রূপ !

সহীকহ উঠল বেতে

সর্বহারী ঝড়র শেষে

ঝোড়ো ভালে অকুরিয়া
ফুটলো নছন ঝুঁড়ি এসে
অকুরিতে প্রাণের কুহন
আগায় অকুটন !

ବହୁକଳା

অতঃপর নব্বন আকাশ দেখে
 মেঘের কীকে কীকে
 উদ্ভূত হৃদয় ধুঁকে বেড়ায়
 ভাবনা কীকে কীকে
 অতীন্দ্রিয় পরশ ভরে জাগায় অসুস্থতি
 হুঃখ দাহন সাজায় চেতন চিন্তাভরা যতি
 বৃত্তকা লেলিহান হানল পরাণ
 জীবন গেল কসে
 স্বপ্নে গড়া কাব্য যত
 রক্ষে গেল ভেসে ।

হোলাকা

দোল পুণিবার এই শুভকালে
 নতুন যুগের কিশোর কিশোরী -
 কোরল হৃদয়ে আর
 চির সত্যের গান গাই
 এসেছে আবার নব বসন্ত
 ভয় নাই আর ভয় নাই
 হিরণ্যকশিপুৰ-স্মৃতি বনে আসে
 দানব সমাজে নিষ্ঠুর নৈরাজ্য বত -
 দিক । আজও কেন ভাগে মানুষের দেহে

সেই কদম্ব বিধেব !
 দলুজের মত অব্যাহিত !
 উৎস ভরা পুণ্য লগনে
 কাঙনের পূর্ণ চক্রে চাহি
 হোলাকা অনলে দেবরে গরিমা ঢালি
 লক্ষ লিখায় জলব সকল প্রাক্ষণে
 দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ সম হাসিব শৌর্বে
 বিশ্ব প্রেমের বন্ধনে !
 ওরে মহামানব কোথায় মাতিস আজ !
 ও তোর রক্তবীণায় করুণার মিড় বাধ
 আজ, পথের খুলায় ঘারা অসহায়
 তোল ! তাদের বুকে তোল !
 এসেছে আবার নব বসন্ত—
 আশা ! রক্ত দুয়ার খোল !

হাহাকার

শব্দ তুলে করিস কি তুই হাহাকার !
 অন্তরে তোর স্রিষ্ট চেতন লুকিয়ে আছে
 নিদাঘ রাতে অলক্ষিতে শুকোর পাছে
 দুই নয়নের অশ্রুপাতে ভিজিয়ে রাখিস একাধার
 রৌদ্র প্রথর স্মরবেদন জানায় হাজার নিযুত বার—
 নিত্য সে তার হৃদয় দুয়ার খোলাই রাখে
 অন্ধকারে হাত না বাড়াস চলার বাঁকে
 মেঘ সজ্জায় ঝাঁপ দিয়ে আর

দুঃখ নদীর পার !

স্বপ্নের নীড়ে ভ্রান্ত বিলাস

বপ্ন দেখে নিবিবাদ

জাগিয়ে তাকে বিবেক রথে

তুলতে পারিস আর্থনাদ ?

বিবাহ বাতন প্রেম অকুরাগ

কেউ কি আশ্রয় ?

একই সূত্রে পাঁখে যে চিত্ত—

সে বাঁধে অমরা ধর !

বসন্ত

ওরে হিমালয়—

নির্ভাবনায় কাঁপ দিয়ে দেখ অধই নীলে
রূপের সীমা ধায় কত দূর আকাশ কূলে
কোন বিরহে হৃৎ দাহন জটিল বুকে
দূর পরিহার তাসিয়ে দে হোর হৃদয় খুলে
ও কান্তনীর—

ফেলব কাঁটার রক্তচরণ অসম্মানে
সুখেরা তাতে বাজবে মে রাগ মধুমাতে
নব অকুরে লাগল কাণ্ডন রঙিন আশা
আখির কোলে কল বিধুর ভালবাসা !

ও অকুরাগ—

রাকা রাতের আলোয় যেতে
এন বীথির লাথায় লাথায়
জুকনো ঝরা পাতায় পাতায়
পথ ভুলে আর অলকোতে
মর্ম বেদন উঠবে জলে
অন্ন প্রদীপ তারায় তারায়
উৎস আকুল অকুরাগন
পান বীথি আর অকুরায়
ও বসন্ত—

দোল দিয়ে আর কল্লানিশা
হৃদয় তুফান চিনব তবেই
হৃদয় ছিঁড়ায় যদি হারায় নিশা

আহা দেখব খুলায় বেলাবেশা
যদি সব ভেঙে যায় পূর্ব ধারায়
নব উদ্যান হবেই হবে !

তারা মৈত্রী

আচম্বিক যুগোযুগি
অকারণ চোখাচোখি
পলকে পলকে হায়
জাগে শিহরণ !
ধীরে ধীরে বিজ্ঞান বেলায়
চেয়ে থাকি আকাশ মেলায়
জুড়ি বাধা বিরহের
দেখি জীবন স্রুত্বের
ধু ধু করে মন
স্রব্বের ঢেউগুলি
সাগরেই গুঠে ছলি
অলীক প্রকৃতি বুঝি
চেতনার ধাপে ধাপে
খেলে অতৃষ্ণ !

পৃথিবীর চিঠি মঙ্গলগ্রহে

ওগো অন্তরতম মঙ্গল —
এই উনিশশত নব্বই সালে
তুমি এত কাছে এলে
হল না হোঁরা হল না পাওয়া
গহন মনের বর্মবেদন
হৃদয় ছুটি জুড়ে

হয়তো আবার আসবে আরো নিকট
 না জানি কত আলোকবর্ষ পর—
 সেদিন ঐকতানে পাইব ছজন
 কজগাথা যোজন যোজন
 সৌরজগৎ ঘুরে
 ভাঙব সকল দুর্গমতা
 একূল ওকূল বাঁধব সমান ঘর—
 শূন্নে হবে চরম দৃষ্টিপাত !
 এক নিমেষে পলক তুলে
 তোমার আবার সম্মুখ দেহে
 দেখব জীবন দেখব তখন
 আত্ম বিহ্বল সিন্ধু নয়নভর !
 স্রবোপ ? ভাগ্যক্রমে শে বাটি ছুঁয়েছি আগেই—
 তবু আসবো আবার নিজেই তোমার ঘরে
 যুগ যুগান্তের সিন্ধু আঁধার নীরে !
 থাক পড়ে থাক জন্মান্তরে—
 ভাবি এই পৃথিবীর বপ্ন আছে
 যত—

অলীক লীলার যত
 আমেরিকার পেয়েছি অধেষণে
 আহা ! পেয়েছি সেই রূপরসী বান
 বছর কিছু পার হলে আর—বকে আবার
 নব শতাব্দে তোমার প্রাণের স্পর্শ পাবো
 বিলীন হবে অজ্ঞানেন্দ্রী হৃদীর ব্যবধান !
 (ইতি তোমার প্রেমসী পৃথিবী)

পুনঃ আরো কাছে মজল ;
 সোমবার ২৯ অক্টোবর ইং ১৯৯০ সাল
 স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে ধর ।
 ২০শে নভেম্বর ১৯৯০ সাল মজল
 গ্রহ নিজের দূরত্ব থেকে ওই দিনে পৃথিবীর

নিকটতম দূরত্বে আসছে বানে ৭৭'৩

বিলিয়ন কিলোমিটার পৃথিবীর তফাতে থাকবে ।

তারপর ধীরে ধীরে সরে যাবে ।

বার্ধক্যের বিড়ম্বনা

আমি চেয়েছিলাম—

আলোর স্কুলিক জেলে

জীবনের পরতে পরতে

হৃষের পসরা সাজাতে

সেতো নবীন প্রজন্ম তরঙ্গে

ভেসে গেল দূর—

আমাকেই হেলায় পরপ্রান্তে কেলে

সন্মুখে ধু ধু পথ ধোঁয়াশা ছুঁল—

কেন তবু তহুমেন যন্ত্রের দিশারী

সর্বাঙ্গিক ভালবাসার অক্ষুণ্ণ তিথারি

অলৌকিক বুদ্ধিকায় তুলি সেই তুল—

স্বপ্নের আমি হয় নিঃস্ব অপরগ !

একী নিব নিব আলো !

তন্ত্রাত্মক সন্ধ্যা হল কালো

পরিপ্রান্তে আমি পল্লবে

বেদনার চাপে চেতনার ধাপে ধাপে

অবিরাম তাবি অপলক !

নব উপহার

আজ কেন যে আমার ভাবনা এমন

নব ঝিল ঝিল ঘিরে

বিস্মৃত কত যুগের দিন

হয়তো আবার আসবে আরো নিকট
 না জানি কত আলোকবর্ষ পর—
 সেনদিন ঐকতানে পাইব জ্বলন
 কল্পনাখা যোজন যোজন
 সৌরজগৎ ঘুরে
 তাড়ন সকল দুর্গমতা
 একূল ওকূল বাধব সমান ঘর—
 শূন্যে হবে চরম দৃষ্টিপাত !
 এক নিমেষে পলক তুলে
 তোমার আমার সম্মুখ দেহে
 দেখব জীবন দেখব তখন
 আত্ম বিহ্বল সিন্ধু নদনভর !
 হুযোগ ? ভাগ্যক্রমে সে রাটি ছুঁয়েছি আগেই—
 তনু আসবে। আবার নিজেই তোমার ঘরে
 যুগ যুগান্তের দিক্ত আখির নীরে !
 থাক পড়ে থাক জন্মান্তরে—
 ভাবি এই পৃথিবীর বপ্ন আছে
 যত—

অলৌক লীলার মত
 আয়েরিকার পেয়েছি অদ্বৈত
 আছা ! পেয়েছি সেই রূপময়ী বান
 বছর কিছু পার হলে আর—বকে আমার
 নব শতাব্দে তোমার প্রাণের স্পর্শ পাবে
 বিলীন হবে অস্ত্রভেদী হৃদয় ব্যবধান !

নিকটতম দূরত্বে আসছে যানে ৭৭'৩

বিলিয়ন কিলোমিটার পৃথিবীর তফাতে থাকবে ।

তারপর ধীরে ধীরে সরে যাবে ।

বার্ধক্যের বিড়ম্বনা

আমি চেয়েছিলাম—

আলোর কুলিক জেলে

জীবনের পরতে পরতে

স্থবের পসরা সাজাতে

সেতো নবীন প্রকল্প তরঙ্গে

ভেসে গেল দূর—

আমাকেই হেলায় পরপ্রান্তে কেলে

সন্মুখে ধু ধু পথ ধোঁয়াশা ঢুকল—

কেন তবু তন্ময়ন যন্ত্রের দিশারী

সর্বাত্মিক ভালবাসার অতীক্ষণ তিথারি

অলৌকিক বুদ্ধিকায় তুলি সেই তুল—

স্ববির আমি হায় নিঃশ্ব অপরগ !

একী নিব নিব আলো !

তন্দ্রাহুর সঙ্ক্যা হল কালো

পরিশ্রান্ত আমি পল্লবে

বেদনার চাপে চেতনার ধাপে ধাপে

অবিরাম তাবি অপলক !

নব উপহার

আজ কেন যে আমার ভাবনা এমন

নব কিল কিল ঘিরে

বিশ্বত কত যুগের দিন

একে একে এল ফিরে
 বিধাননগর ঝিলঝিল নিকোপার্ক—
 নেমে গেছে নীলিমার বেঁবে
 জাবল দিগন্তে মিলে
 প্রবোধ জীড়ার বর্ষাভ্য স্মরণ
 মহিলা পুরুষ শিশুর মিলন
 বোছে গ্রানি ঘোচে অবসাদ !
 মাঝে মাঝে ঝড়িত বাটির কালি
 তরু পল্লবে, অন্ননের ধারে
 সাজানো ফুলের আলী
 অদূর 'নল বনে' বিশাল নিখর হ্রদ
 আলো বিকীর্ণ ওপারের তটে
 তরঙ্গী বাওয়ার পথ
 বাহির প্রান্তে ফাঁকড়া মাথায়
 বাতাসে সারি সারি

—নারিকেল তরুমাতে

অলস ছপুয়ে কতু তাহনী ঘোঁয়াটে রাতে
 নয়নে আবিষ্ট দূরবীক্ষণে
 সমুখে মহাবীর বিকাশ

—আবাসনে

আমি দেখি বাতায়নে বসি
 কত যে তারকা পড়ে বসি
 কত যে প্রহর যায় চলে
 সত্যি ! সে কী আমার-সিয়েছে তুলে ?
 একটি প্রগাঢ় অশ্রুভূতি
 হঠাৎ একল একী !
 জাগালো প্রবল আলোড়ন
 যনের উপকূলে !
 নিকোপার্কের কংক্রিট আচ্ছাদন হতে
 বনবীর হ্রদে কল্পন বহে নিয়ে যায়—

অতীতের সিঁদু কুহরিত স্মরণ্য শাখলে !
 এপারে কেউপূরের খালে
 চরণ সেতুর পরি
 আজ একাকী সরলী দিনে
 উর্ধ্বে বদন করি
 ভাবোন্মাদ নির্বেদ ওই দীর্ঘকায় যুবক—
 ঠেকে যেন চিনি ! আরে উনি ! সে যে উনি !
 উদ্ভিক্ত আধি-পাতা
 ক্ষেত্র বোঝাই কোলা সাদা
 হাতে যেন কী ? ওয়াক ম্যান ?
 ভি. ডি. ও ক্যামেরা ? ক্যাসেট ?
 না তো ! আহা ! কবিগুরুর সঙ্কল্পিতা !
 কাঙনের পাগলা হাওয়ায়
 অব্যাহত আলোক গুচ্ছ
 ললাট ছেয়ে যায়
 আজ কোন বিলাসীর দ্যুতি
 স্তম্ভস্থিতে সাবেক রঙিন নীলাক্ষরী ধূতি !
 চিকন সোনালী মিহি পাড়
 নিবিড় আবেশে দেখি অপরূপ একী !
 স্বরাট উজ্জল দেহে হারালো দিশা কার !
 সেই লঙ্কোত্তরা নীল কূর্তা জড়ির স্তবাহার
 সেবার জন্মদিনে দেওয়া
 আশারই নব উপহার !
 (রঙিন ধূতি প্রচলনের প্রয়াসে)

স্বাক্ষরতা

ওরে নিরক্ষর ! অবোজ নাগরিক !
 কী হবে এই মিটিং মিছিল শহরের চারদিক

বদেশ প্রেবের রক্ত ধারা
 তোর ছায়াতেই ছড়িয়ে আছে
 সেই খুলিতেই খুঁজতে হবে
 অমূল্য ধন মানবতার
 আর তেড়ে আর কত ছুরার
 অবশিষ্ট নারী
 শিকার পথে তুলে ধর হাতে
 নব যুক্তির বাড়ি !
 নিশান্তিকার জীবন বেড়া
 আর বেয়ে আর কর্ণধার—
 দিক চিনে তাই সেই পারে যাই
 করতে হবে সারোদ্ধার
 আর আরোহী নিরাশ্রয়ী
 লেখাপড়ার অর্চনায়
 বিশ্ব পাথার পার হবি চল
 সাক্ষরতার দক্ষতার

নতুন বছর নতুন আশায়
 হা হতাসের মাঝে হঠাৎ
 খুশির জোয়ার ছুটল বেগে
 নতুন বছর নতুন আশায়
 —রাঙল আবার বৈশাখে
 চৈত্র শেষে অজড় বেধে
 রৌদ্র বাধে বকবক ।
 ও হেঁড়া যেথ বাও কোথা বাও
 নির্ভাবনায় ভেসে—
 ভোমার উজল দেহে রঙের খেলা
 দিল্পিগড়ে বেধে

ভক্ত প্রবর ব্যাকুল বাতাস

—হৃদয় পরশ তরে

উন্মাদনার কাঁপিয়ে পড়ে

—বিষ চরাচরে

পূব হতে সেই অস্তাচলে অর্ক চলে ধীরে—

রক্ত ছড়ায় আলোর নাচন

হাতল তুবন ঘিরে !

ঝাপসা মাঠে ধূলায় ধূলায়

বন বীথির কুক শাখায়

উষি মুখের সাগর বেলায়

প্রান্ত হতে প্রান্তরে

লাগল কাপন তীব্র দাহন

কোমল সবুজ নধর পাতায়

ডুকরে কৈদে ঝলসে যেন

ঘুমিয়ে পড়ে তরুলতায়

শিলির বরা রাতের শেষে

জাগবে আবার নিনিমেমে

বপ্ন বিহ্বল স্নিগ্ধ চোখে

সিক্ত মণুর প্রত্যাষে

নতুন দিনের ইশারাতে উঠল যেতে—

বাঁধ ভাঙা আজ প্রাণের দ্বারা-আত্মহারা

—উদ্ভাসিত অন্তরে

উত্তল হাওয়া সকাল সাঁঝে

বরা পাতার অক্ষুরণন

কণ্ঠ বীণায় উঠল বেজে

প্রান্ত হ্রপুর গোখুলি ধূসর—

অন্তস্ত রজনীর আঁধার শেষে

নীল সাগরের সফেন দোলায়

ভোরের আকাশ মিলুক এসে !

বিধাতার চরণে একী !

একী বিড়কন ! প্রকৃতির কাছে নব প্রত্যাহার তীরে—

সত্ত কোটা নিঃসহায় যৌনী পুন্স ছিঁড়ে ছিঁড়ে !

নির্বাল্য ? পাথ কার অরণে

অন্ধ ভাবনা ঘিরে—

ওই গাছের শ্রষ্টা যিনি, সেই তো নয়ং বাতা

বৃক্ষলতা একান্ত আপন, আবুল জীবন দাতা

সবার প্রাণে এক বিধাতাই সর্ব উর্ধ্বময় !

উদার অপার সৃষ্টি সৃজন অনিষ্টমান এঁকে

পৃথের কোণায় ব্যর্থ পূজায় আড়াল কর তাঁকে ?

এবে আড়াল করো উদার হৃদয় প্রকৃষ্ট

—চেতনাকে

অবুঝের মত আত্ম একী কাত প্রগতির পথে পথে

দাঁড়াও ! নিষ্ঠুর দাঁড়াও ! ওহে জীবাত্মক—

অকারণ আহা ; কোমল তরুণাথে দিও না আঘাত—

দিও না আহত নিদাক্ষণ প্রসন্ন মালা,

বিধাতার চরণে একী ! নৈসর্গিক অবমাননা !

নিকার মহৎ প্রেমের এই কি পরিচয় !

রাঙা দিগন্তে মেঘের চূড়ায় উদীর্ণ কিরণ মেলা

ফুল না ছিঁড়ে, দেখো সীমান্ত !

—এই তো সাধন বেলা

তামসী রাতের মিষ্ট স্মৃতি হিমের অনুরাগে

নিশান্তিকায় কোন ভাবনায় আপত্তন তার ভূয়ে ?

প্রভাত কলি মঞ্জিরা ভরি সবুজ বৃন্ত হতে

সিক্ত বাস অস্তর ছেয়ে সবই দিনের শ্রোতে

জানি নির্ঝরে যাবে ধূয়ে

কিসের প্রয়োজন, ফুলের অর্থ আয়োজন ?

কণিকের কুসুম ভ্রামল মহীকূলে অগ্নান হোক—

হোক শাশ্বত ! যজ্ঞজ্বলী সোহাগে পরাগে

ত্রিলোক ছুঁয়ে !

চোখ

দীর্ঘাক্ষর আননে ক্ষুদ্র মজল ছুটি চোখ
তার কোলে আরো ক্ষুদ্র ছুটি মণি তারা
কিন্তু এই অক্ষি যেন অতল দিগ্ধ হারা
মণিমুকুরে ভেসে ওঠে স্বরূপ ! নিসর্গ জিলোক !
আচম্বিক বিফল প্রেমিক বিশ্ব ভাবনা ঘিরে—
প্রেমসীর স্থানবিড় চোখে রাখে চোখ—
যুগ যুগান্তের পারে কে ডাকে বার বার— ?
প্রভাত বর্ণাঢ্য জীবন-জীবন-জীবন !
আল্লবিধুর চিরায়ত নয়নে-নয়ন-নয়ন !
হৃদয় সরসী একাকার !
আখির মহিমায় জানি জীবনের অভ্যুদয়
তবুতো কখনও এই চোখকেই এড়াতে হয় !
কালের অচেতন প্রলয় বড়ে
আদি অনন্ত ঘিরে সূক্ষ্ম সূদূর দৃষ্টি
বিগুণ বিকীর্ণ সর্বভূতময় !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ছবি

শতবর্ষ পরে ওগো শ্রীরামকৃষ্ণ !
ছবিটি তোমার স্মৃতিচিহ্ন
যেন জীবন্ত স্বরূপ !
দুঃ নয়নে ভরা আলো
ধ্যানের আসনে নিমগ্ন নিশ্চল
সতত আল্পপ্রদীপখানি আলো
যে আলো চেতনার আজন্ম উজ্জ্বল হৃদয়ে অলে
যে আলো মেঘে মেঘে বিহ্বল প্রস্ফুটন
আধারের পলে পলে

দেবেছি সে ছুটি আঁখিতে অমৃত সাধন সিদ্ধি
 বিকশিত অধর ছেয়ে জ্ঞানের সমৃদ্ধি
 বিন্দু সরল অলকে কিসের নিশানা ?
 অকূট প্রাণের দিশারী
 অনন্ত নিগূঢ় ভাবনা !

'সবার উপরে মানুষ সত্য
 তাহার উপরে নাই'

কেন জাতি ধর্ম নিয়ে এত উত্তপ্ত !
 সে তো কপিকের, অলীক রূপান্তর যাত্রা !
 চিরায়ত ধর্ম অথও যমতায় পরিব্যাপ্ত
 তেমে থাক সংকীর্ণ প্রিয় বাসনা
 নেমে এস বহুতল ভাবনা ছাড়িয়ে
 একাকী নিভৃত সাগরবেলায়
 উচ্চত জলের তরঙ্গে পাবে কূল !
 মুঠো মুঠো শহরের রক্তিম আকাশে
 বিষন্ন ধূসর ধোঁয়া বাতাসে
 বাকুদের গোড়া গছ !
 দেশ জুড়ে জলে নিঃসীম চির ঘল !
 কেঁপে ওঠে আধার ছাওয়া দিন
 বিটিং বিড়িল নিত্য পথে লীন
 নয়ন-চেতনা হীন !
 বার কোথা জ্ঞান হারায় বিজ্ঞান
 কুহেলিকায় সমাজতন্ত্র
 বরীচিকা রাজনীতি মূল—
 এক বিধাতা তাঁর বিভিন্ন ইচ্ছিত
 রায়মন্দির হোক অথবা বাবরি মসজিদ

আমরা মিলে জুলে একাত্ম বন্ধন
 প্রতিটি প্রজ্বল দেখি হুবে হুবে আজীবন !
 ধরণীর প্রতি নিবিড় ভালবাসা চাই
 শুধু এইটুকু জানি এইটুকু জানি
 অরণ্য করি দেই চণ্ডীদাসের বাণী
 “সবার উপরে মানুষ সত্য,
 তাহার উপরে নাই” ।

মোকদ্দ

সর্বভাগী মৃত মানুষটাকে আবদ্ধ করেছ

— কাচের বাস্তুতে

কিছু কতক্ষণ !

নয়নে কুন্তিরাজ্য করার আর তো বাধা নেই
 তাঁর আঁখিতে আজ মুক্তির বন্ধন
 আর দেবী নয় সৃষ্টিব চেতনায়
 তাঁকে রক্তনীলজ্বার শব্দা থেকে তুলে ধর
 শ্মশানের আঁধারে অপেক্ষমান
 উন্মত্ত মানুষের নির্বাক ত্যাগ।
 মর্মান্বিত নিস্তব্ধ যাতনা
 লোভ শেড়িং শেষ হল !
 চেয়ে দেখো তোমার পালা,
 এল ক্রান্ত নয়নে বলমানো আলো
 সমুখে হা হা ক্রিমিটোরিয়ামের আগুন !
 তারপর ? শবের একী নির্মম নিঃশব্দ উৎসারণ !
 নিমেষে নিঃশেষে ভস্মীভূত ।

— নিমূল সমুদ্রার

‘মোকদ্দ’ কে ? কার ??

একী প্রেম

কহু তাবি প্রেমবৃত্তি দূর্ত অতি
পথে ঘাটে চলে নিয়ে ভয়ঙ্কর গতি
আড়বেলা বারবেলা কোন বাধা নয়
'সুরেসুরে' রাঙা চোখ মুখ ধাঁধা নয় !
ঝাঁপ দেয় উল্লাসে বড় বড়ায়
ধোঁয়াটে আকাশে উড়ে নিমেষে হারায়
কেউ যায় থাকে কেউ পায় অক।
কেউ বা হতাশায় ছুটে যায় বক। !
পূর্ণধাপ পড়ে কেউ কাদে কাটে ভেউ ভেউ
কেউ প্রেমে জড়সড়, বামে কৈশে ধরধর !
কেউ হাসে মজা দেখে চোখ মুখ বেকিয়ে
কেউ থাকে না বুঝে হার ক্যালক্যালে তাকিয়ে ।
ভাবো বসে দিন রাত
ভালবাসা কিবা ক্ষেত্র
বলো তবু প্রাণে এসো
প্রিয়তম ওগো প্রেম !

সেদিন শিকাগোতে বিবেকানন্দ

শতবর্ষ আগে শিকাগোতে
সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে—এল কোন কর্ণধার ?
হাতে ছিল চির চেতনার অর্থ ধার
সেই দিবা চরিত্রবান্ হুর্নর্নন হুর্নর্নয়
বিপন্ন ভারতের দারিদ্র্য ঘোচাবার
একান্ত অভীশা ছিল তাঁর ।
বিকচোদুখ অশ্রু কয়ল । উদ্গদ প্রেম শতদল
—সৌরভ বিকিরণে

অতি অগ্ৰোহৃত আমেরিকায় নরেন্দ্র

—এসেছিল একদিন

সেদিন বিশ্ব মহাবর্ষমতায় কত বৈচিত্র্যময়
ধরা চূড়ায় উপবিষ্ট সারি সারি নরনারী লীন
এপারই সেপ্টেম্বর আঠারশত তিরানকই সন
সেদিন বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব অভিযাদনে
উপযুগ্মরি করতালি ধ্বনি হল গুঞ্জিত

—অতি দীর্ঘক্ষণ ।

কলহাস হলে অভিস্কৃত মানব সমুদয়

—ব্রাহ্ম ভগিনী সন্মোহনে

যেতে ওঠে যেন অসংখ্য নিব্বার নায়েয়া সমুদয় !
ধীরে ধীরে অমৃত ভাষণে জেগে ওঠে
প্রতিটি অন্তর । মহামুত্তবতায় উন্মুখ !
তারপর ? প্রতীচা ভাবনায় উঠেছিল ঝড়—
বিশ্বয়ে কেঁপে ওঠে জীষ্টবাদী দম্ভী অলুচর !
দূরাদূর প্রচণ্ড হর্ষ নন্দন !
বুঝি শহরের হর্ষা বেয়ে—
গুরু গুরু শ্রাবণের বারি বর্ষণ !
মিলে যায় পৃথিবীর এপার-এপার—

দুই অদৃষ্ট প্রান্তর

স্বামীজীর বিপুল সংবর্ধনায় মুগ্ধর ।
নয়নে ভেসে ওঠে ভারতের বৈদিক ইতিহাস
এক ঈশ্বরত্ব—ধর্মের আয়ুল সূত্র
সর্বোচ্ছল বেদ বেদান্ত স্তোত্র !
সংকীর্ণ মতান্তর ছাড়িয়ে কঠিন প্রত্যয়ে
পরিশেষে ভিন্ন দেশের দশটি ধর্ম দীপ প্রজ্জ্বলিত
সত্যের দৃপ্ত শিখায় হল উদ্ভাসিত !
সেদিন বিবেকের প্রাণে ছিল ধরতর কম্পন
সে তো ছিল স্ত্রীস্বাক্ষরময় স্পন্দন !
প্রশস্ত ললাট ছেয়ে অপরাজিত চিন্তন

আরতো লোচনে গৈরিক বসনে
 হুপ্রবীর নবীন নরেন্দ্র তনয় !
 কঠে ছিল বা সরস্বতী বাঘর
 লতবর্ষ আগে শিকাগোতে
 —আবির্ভূত হয়েছিল বিবেকানন্দ কর্ণধার—
 আজও বুকে দোলে তাঁর বিজয়ের ফুলহার !

সেই সবুজ

এদিনের মুমূর্ষু বিলাসী বিলাপ ছিঁড়ে
 হে চিরায়ত জীবন ! নীচে নেমে এস ফিরে
 আর চাই না অবক্ষয় এমন বিচিত্র বিজ্ঞান
 চাই না সাধের সৌধ আকাজক অফুরান
 নব বসন্তে অঙ্কুরিত হোক সেই সবুজ
 শাখত হোক আবর্তিত নতুন আরণ্য ভুবন
 জননী ধরিত্রীর বুকে বর্ষণ করিন
 স্বটিকা সংকুল মাটিতে অবোধ শিশুটি
 যেমন প্রথম দাঁড়াতে শিখেছিল
 সেই মাটিতে দিন রাত্রির আলোকে আধারে
 নিবিড় প্রাণের স্পর্শটুকু

সে শু শু চিনে ছিল

কিন্তু একী হল আজ ? এদিনের জীবন !
 সূর্যম জনশোভ, আকাশচুম্বী হুটের মহারণ্য
 বিদীর্ণ অট্টনাদ, অগণিত যানবাহন কলকারখানা
 চতুর্দিকে বহুমুখী পরিয়োজনা
 বিখ্যা হুহু স্বপ্নের এষণায়
 একী প্রাণান্ত প্রহাস !
 ফিরে আসুক আবার সেই সবুজ সেই জীবন
 নব দিগন্তে হোক অবিনাশ !

বেরীতে

শীতের হিমেল হাওয়ায় তবে আসে যে
তবু মনে কিসের উত্তাপ এত উষ্ণ !
আমি উন্মাদ ছুটে চলি পথের ধারে ধারে
ম্যান-চেষ্টার শহর থেকে নিকট প্রান্তরে
ল্যান্ডশায়ার কাউন্টিতে ছোট নগরী বেরী
ওয়ার্মসি রোডে লাল বাড়ি সারি সারি
হঠাৎ কাপসা হল !

কৈপে এল উজ্জ্বল সূর্য্য তুষারপাত—
নিমেষে আকাশ বুরি ভেঙে চুরমার করে
কৈপে ওঠে বাতাসে একী নিশ্চল নিশ্চলি রাত !
তারপর ? ভোরের অল্পক আলোর মেলায়

—স্বদীর্ঘ রজনী তুলি,

কতু ভোমাকে জড়িয়ে ফেলি বেরী !
তুমি ধীর কচির সকারী
জানি না বিশ্বের সীমানা কোথায় ?
তুহিন কোমল হৃদয় তুলি
স্নেহমান গড়ার নিচক খেলায়
স্বপ্নর অপরূপ প্রকৃতি দেখি ভালবেসে
হায় আমি হারিয়ে গেছি

—সংস্কৃত যুক্তরাষ্ট্রে এসে
ভারতের প্রাণীণ অমৃত আবাদ হতে

—দিগন্তরে ভেসে
চকিতে প্রাণে সঞ্চিত করে একী !
কণে কণে সেদিনের অতীত
প্রতি পলকে পলকে করে
দেশে সোহাগে একাকার জন্মভূমি
দ্বার স্বতি বিন্ধতি ভরে !

বিধান নগর

আজ জীবনের অবকাশে
কত কী যে তাবনা আসে
বনের বাবে ক্রমে ক্রমে
দোলন লাগে ক্রমে ক্রমে
জ্ঞান দুটি নয়ন বুঝি
তরে শুঠে অশ্রু জলে !
কোন সুদূরের তাবনা একী
জটায় কেন কিসের ছলে ?
'বিধান নগর' নগর বিধান
নীলস কঠিন বক্র সটান
কিসের তরে আকড়ে ধরে
পাগল করিস বারে বারে ?
যতই ভাবি ছাড়িয়ে তোরে
পালিয়ে চলি অনেক দূরে—
যেথায় আমার জীবন গড়া
বইছে শত প্রাণের দ্বারা
সেথায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি
প্রেমে মায়ায় জড়িয়ে মরি
তবু আমার 'নগর বিধান'
সবই যেন করিস আসান
তোরই মায়ায় জড়িয়ে শেষে
সময় কাটাই ভালবেসে
তাই তো ভাবি একলা বসে
কোথায় যাব জীবন শেষে ?

নব বর্ষা

এক বগু মেঘ আসি
কহে চাহি যুহু হাসি
গ্রীষ্মের শেষে বর্ষা আবেশে—
আকাশের যেন আমি রাণী !
গুনি গর্জে মেঘ কালো
বলে উর্ধ্ব টলোমলো
ওহে যুর্ধ শোন এই বাণী
উন্নত শির রাজা আমি
এই মহাকাশে
তুচ্ছ হেন স্তম্ভ নারী
হেথা কিনা আসে !
তোর তুল্য কেবা আছে
দেখ চারিধারে
মূল্য নাহি তোর হেথা
দূর হয়ে যারে !
কাপে অতি সাদা মেঘ
কোষে অপমানে
উদ্ভাপে উদ্ভাতে—
দীপ্ত আঁধি হানে !
উজ্জল তনু এলায়িত কেশ
চঞ্চল বায়ু ভরিয়া
উড়িছে গগনে গহন ভেদিয়া
সীমন্তক ভরি রাড়িয়া
ললিত চরণে গোধূলি লগনে
ঘন ঘোর মেঘ কোলে
ভাবে নিমগ্ন কাপে তনুমন
আঁধির লহরী দোলে !
ঘন কালো মেঘ স্পর্ধা দেখিয়া

কহে কঙ্কারি দগ্ধ হানিয়া—
 “সৈন্ত সকল পরজিয়া বাও—
 চারিদিক ওর বিরিয়া ঝাঁড়াও”
 বলকে বলকে লক হারিয়ে
 পলকে পলকে বিজলী হারে
 সৈন্ত সকল বৃহিত হায় !
 কহে কালো মেঘ ককণ ধরে
 “একো ইন্দ্রজাল বুনি সৌদামিনী
 ধনিয়া প্রলয় বাজ !
 ধ্বংসিয়া দিলে দুর্ব্বয় বাতে
 এই গবিত মেঘ রাজ ?
 আলো ! আলো ! আলো ! একী চমকায়
 এই মহা লুপ্তে আঁধি যায় ! যায় !
 ওগো কলসী দাও তব দেখা—
 নহিলে যে প্রাণ যায়
 বর বর বরি বিগলিত ক্রোধ—
 বহিতেছে বরষায়
 ওগো মেঘ সংঘর্ষণ শক্তি
 জগাধর কম্পন মুরতি—
 খেলি মোহিনী মোহিনী শম্পা
 তুমিও কি কাদ অলুকম্পা !
 ভলাবাস করে—এই অন্ধঘেরে ?”
 কহে অতি সাদা মেঘ লুটায় পদতলে
 “লহ ওগো ঘোরে আপনার করি
 নব বর্ষার আঁধি জলে
 যত প্রেম আছে বিবেক সাগরে—
 দেখা নাহি সাদা নাহি কোনো কালো
 কল্পনা হারায় বহিতেছে তুমু
 প্রাণ সরনী ছলো ছলো !”

ঝিমায় বেরী ঝিমায়

জান্না নীরব বিজ্ঞান পথ—

বান চলাচল বন্ধ সব—

ধূসর ছায়ায় বিজ্ঞানীর দীপ বেলে

বেগার্ত দিবস দূরের কূলে ঠেলে

গুপ্ত কোমল তুষার পাতে

দিনান্তে হায় ঝিমায় বেরী ঝিমায় !

আকাশ-শ্বেত্রে বিষয় উদ্ভেজনা

পাগলা হাওয়ার ছড়ায় দিগ্‌বিদিক—

শীতের কাপন ধরার শিরায় শিরায়

অতল্ল নয়ন চিন্তাধারায়

ঝিমায় বেরী ঝিমায় !

ল্যাক্ষ্যায়র কাউন্টিতে এই

ম্যানচেষ্টার এর কাছে

ভারতের সেই গ্রামীণ স্মৃতি ভাসে

বেরীর উপর ওয়াম্‌লি রোডে এসে

সুদূর পারে একান্তে মোর

ফেনিয়ে ওঠে মনের কোণায় কোণায়

‘ইউকে’তে হায় কিসের ব্যাথায়

সুদীর্ঘ রাত ক্ষুদ্র নগর—

ঝিমায় বেরী ঝিমায় !

বৃদ্ধাবাসে

ঝাবে মধ্যে মনে হয় এই বৃদ্ধাবাসে

জীবনের অন্ত বেলায়

শ্রান্ত শিখিল অবচেতনার
 আকাশের করুণ তরঙ্গতা নেবে আসে
 রৌদ্র স্নাত উজ্জল দিনমান
 নয়নে যেন গোখুলির ছায়া ভাসে
 অবাধ অস্ত্র তপু আশির অলস তটে
 করে নিখর অহুসারে
 ধীরে ধীরে জীর্ণ জীর্ণ ভরা দেহে
 কম্পন মুহু আগে !
 মাঝে মধ্যে মনে হয়
 ভালবাসার নিশ্চিহ্ন ঘেরাটোপে
 আবদ্ধ আকুল দিনগুলি
 বুকের পাত্রে তৃষ্ণা করে
 বর্ষান্তিক তরু চাপ !
 দুটি কান পেতে শুনি
 বাহিরে কীণ উন্মাদ ধ্বনি
 অগণন নবীন প্রজন্মের মনে আসে
 সুখি ব্যর্থতার নিদারুণ পরিভাষা !

নাই কি আর ভিন্ন ধার ?

আজ তিনশত বছরের কলকাতায়
 উদ্দীপ্ত আলোক বরণায়
 শারদোৎসবে আত্মবিত্ত চাঁদোয়ার নীচে
 ক্রমশ কুণ্ডলিত হয়ে দাঁড়াই
 উজ্জল ঘন জনসমুদ্রের মাঝে
 বতটুকু স্থান পাই

ছেয়ে আছে প্রতিভার অসীম স্বপ্নী
 দেখি, অগণিত বানবের শিল্প কাণ্ডে
 ছেয়ে আছে উজ্জ্বলিত প্রাণবন্ত জনতা
 একই ধ্যানে স্বপ্নের ঐকতানে যেতে
 আশ্রয় বিহীন আমি দুর্গা মায়ের প্রতীকে
 নিরুত্তর জিনিসনে নয়ন বিলাই
 পরিশ্রান্ত দিনান্তে এসে !
 কিন্তু এই একদ্বের প্রবল বঙ্কন মণ্ডপ ছাড়িয়ে
 ভেঙে চুরমার হয়ে যায় অদূর বাহিরে
 বলসানি আলো থেকে ধূসর অন্ধকারে
 নেমে আসে কত নিঃস্ব নিসঙ্গ নাগরিক !
 নেমে আসে পুজার ক্ষণিক সমারোহে
 অর্থহীন হিসাবের তূপ !
 আর ভেসে ওঠে সমুদ্রের শূন্য করণ
 — দিনগুলি !

বিশাল অন্তরীক্ষ তলে ধরণীর বুকে
 ফিরে আসুক এক ঈশ্বরত্ব !
 আসুক ধর্মের সত্য ঐচ্ছিত্য
 হায় দিকে দিকে একী জাতীয় আড়ম্বর !
 উৎসবে এত অবচর্যী জাঁকালো বিলাপ চাড়া
 নব বিজ্ঞানের অগ্রযুগে
 নাই কি আর ভিন্ন ধারা ??

নিরাসক্ত উদ্বেগান্বিত উটের সারি
 চলেছি না জানি কোন সন্ধানে
 কখনো গুজরাতে কচ্ছরণে
 বিস্তীর্ণ জলাভূমি পার হয়ে
 কচ্ছ উপসাগর উপকূল সন্নিহিতে
 দেখেছি ভক্তির মহান বন্দির 'ভেট দ্বারকা'

দেখেছি বার বার—কাঠিরাবার 'সোমনাথ',
অবুঝ বিশিষ্ট 'হারকা' আরব সাগর তীরে—
অবুঝ অক্ষনীরে !

রাজস্থানে শীমান্ত জুড়ে হু চোখে ভেসেছে
উদায় আরাবল্লী বেষ্টিত পবিত্র 'পুন্ডর হ্রদ'
কখনও বলিষ্ট মূনির আবু পর্বত

স্তাম্বল অরব্য পথ

আজমিড়ে মৈহুন্দীন চিত্তীর দরগায় গিয়ে
যাথার শাদির বাবার যাজার চাদর ছুঁয়ে
রূপকপুরে অপরূপ জৈন দেউল স্মৃতি
গেঁথেছি হৃদয়ে !

কত যে শিল্প শত শত তীর্থ কত

তবুতো বন্দ এত !

সবার উপরে যার বিশাল অন্তরধানি

তীর শুণু একটি অর্থ জানি

করো আজ্ঞাসংযম

কেন যে মানে না মন, মনে হয় বার্থ ভ্রমণ !

সেদিন স্বর্ণমন্দিরে একান্ত মনে আগে

স্বতীর্থ তিরুপতি বাবরি রায়

সব এক হয়ে যাক

এক হয়ে যাক কাশী বিশ্বনাথ

সেন্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল

কখনও বলি, বিভিন্ন ধর্ম যেন

ঐক্যবদ্ধ লঙ্কো এ ভুলভুলাইয়ার গলি

ছুটে চলি শেষে 'ধর্মরূপ' প্রান্তরে

যেখানে দুর্গর অনিন্দ্য বানু পর্বত

নব নব অরুণোদয় !

দিনান্তে রাঙা ধূসর কিরণে-কোমল ভয়িত্রায়

অভয়, অক্লান্ত সচেতন নিরাসক্ত

উর্ধ্বোদ্যুৎ উটের সারি

চক্ষু ব্যানবয় ! তেজীট একী !
 এই তো আত্মদর্শন ! পেয়েছি অতুল অবেষণ
 প্রকৃত সাধন সিদ্ধি ।
 পৃথিবীর মহৎ জনের অরণ্যে আজ
 বিধাতার চরণে জানাই কোটি কোটি প্রশান্তি
 ভাবি, সম্মুখে তঙ্গুর উন্নত অগতের দিকে চেয়ে
 যদি এই একনিষ্ঠ উটের সারির মতই এগিয়ে যাই ।
 নব বসন্তে চাই এমন —
 পরম্পর প্রকৃষ্ট প্রেমের অম্লধাবন !

কালবৈশাখী ঝড়ে

কালবৈশাখী ঝড়ে কণ্ঠে ছিল
 রবীন্দ্রগীতির স্বর —
 একী ছবি আজ নব দিগন্তে
 কণিক দেখি দূর !
 স্তরমেঘের আলো, অগভীর নীলে
 অল্পভেদী অর্ক বুঝি উদ্ভাসিত
 যেন সেই রবীন্দ্রনাথ আগে !
 সুর কেশের ভায়ে, আবার কূলে
 চির জ্যোতির্ময় অরুণ অমুরাগে
 আচম্বিক বহু নিনাদে শূন্য গুঠে কৈপে
 বিমর্ষ বিধুর বৃষ্টি নামে ব্যোমে
 রবিকর আর যায় না কিছুই দেখা
 জদয় তটে গানের আখর রইল নীরব লেখা
 আজ পঁচিলে বৈশাখ
 খর নিদাঘ তোরের বেলায়
 নয়নে স্বপন দেখেছি ধীরে
 বহু দাপটে নির্ঝর প্রাণে
 কিরে এসো হে রক্ত কবি —

এসো একবার—! এই শুভ জন্মদিনে
তোমার উষ্মুখর কাব্য সাগর পারে !

কলকাতার নববর্ষ— চৌদ্দশত সাল

খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এসো
চৌদ্দ শতাব্দীর কলকাতার নববর্ষ !
চেয়ে দেখো ! কত বোমকাটা

বিষম কত দাগ

বোমাজার ঘিরে ব্যাধাতুর মৃত্যুর যাতনা
মহানগর ছেয়ে কিছু অবশ্য মাহুঘের দেহে
নতুন রোগের বেদনা
ছুকান দিয়ে শোন, গগো এক আকাশ

—আশা অমুরাগ

আধার বোচাবে বলে যে দীপ এনেছ জ্বলে
কালক্রমে ঝড়ে দিও না আর দিও না ফেলে !
ধর্ম জাতি নিয়ে একী অনর্থক জিহাদ
মুঘল শহর থেকে ভেসে এল—
বিদ্যায় বিদীর্ণ আর্তনাদ
শিরালদহে অজানা বোমার বিস্ফোরণ
অকস্মাৎ 'বিশ্বমোহিনী' ভাহাজ জলমগ্ন অচেতন !
কলকাতা ভুড়ে কী ভীষণ অবক্ষয় অবটন
কিন্তু কেন ? এই প্রশ্ন বলতা !
তুমি জান কি ? তিন শতাব্দীর কলকাতা ?
আমরা একই মাটির নাগরিক
হোক বত যার অপরাধ—
অগণিত ইটের অট্টালিকা ঢাকা-ছেঁড়া ছেঁড়া মহাকাশ
বেধাধে মহাসমুজ্জের বত কেনিল জনোচ্ছ্বাস !
নিবিড় সমতার ভুলে
সর্বময় স্থলিকার বাড়ি ভুলে

তাকে বহুদেব পথে বাঁচাতে পারো কি ?
চোদ শতাধে কলকাতার নববর্ষ ??

বিদায় অর্থ

শারদ মাসের পূজায় আবার—
ভাঙিল মিলন মেলা
মিষ্ট শরতে পরাণ কুহমে
ভরিল অর্থ ডালা
স্মৃতি স্তম্ভের উদিল আবার—
সেই পুরাণে দিনগুলি
মিষ্ট হৃদয় মগুর বিহ্বল
স্বপ্ন-হৃদয় দল খুলি !
বিধির কুহমে মিলুক সত্তা
বিশ্ব জীবন ধারা
হৃদি মাল! গাঁধি নিখিল চরণে সঁপিছ !
আজ্ঞহারা !
(শুভ বিজয়)

রবীন্দ্র সত্য

রবীন্দ্র তেরশত আঠাশ সাল আঠারই বৈশাখ
বহুমুখী জ্ঞানের দিশারী স্রীসত্যজিৎ রায়
— এসেছিল মহাবিশ্বে
সাহিত্য সঙ্গীত রেখাঙ্কন পথে
চরিতার্থতার চলচিত্র রথে
আহরণ তাঁর শীর্ষে !
একই আকাশ, সেই সে নিদ্রাঘ
গুরুবার, তেরশত নিরানব্বই সাল, দশই বৈশাখ
কী হল আজ রৌদ্র প্রথর বলকে

নব বরষের আলোকে !
 জগৎ গ্রন্থে বৃহৎ খণ্ড শেষ হল হার
 দেশের কোলে দেশের কোলে
 স্বস্তি কাতর পলকে !
 অস্ত্র প্রাণিত শোকাক্ত বহন
 বিনিত্র আধার গহনে
 অমোঘ সত্য বোর বিচেতনে
 হারালো অকাল মহনে !
 হোক অন্নান অন্ধার দীপ
 পদক হালার ভালিতে—
 নিসর্গ-স্ত্রী জীবনমর্মে
 চিত্রিত চির অপকূপ ছায়া
 পৃথিবীর নয়নে নয়নে যাচিতে
 শোনো গ্রীষ্মবর ! কিরে দেখো চেয়ে
 এই বাংলার আঙিনায়
 বারশত আটঘটি বজ্রাক পঁচিলে বৈশাখ
 নোবল পুরস্কার প্রাপ্ত
 এসেছিল অমূল্য কবি রবীন্দ্রনাথ
 আজ দূর দিগন্তে ছাড়িয়ে বাধন
 দুই অন্তরাধার প্রকট মিলন
 নাই যার আড় পার—
 নীরব কবির কাব্য ধারায়
 লক্ষ মালিক সঙ্ঘাতারায়
 ধূসর শূন্য নিশ্চল পারাবার !

একবার বল্ মা !

শত সহস্র পুতোর দীপের আলোর কেন যে ভয় কহ !
 একবার বল্ মা ! কেমন করে ভাকি আর—
 কত অবতার এসেছে বারবার—

বর্মের বিভিন্ন উদ্ভাবনা ছাড়িয়ে
 দুটি চরণে তোমার তবু অক্ষ ঢেলে
 এবার হই যেন অক্ষরক্ত !
 তথ্যের উপরে তথ্য যুক্তির উপরে যুক্তি
 মাগো ! নির্বোধ বর্মাছের ভবুতো নাই যুক্তি !
 শিথিল মতান্তরে নিদ্রাহীন নিষ্ঠুর দিবসরাত
 আজ কোমল হৃদয়ে একী অগ্ন্যুৎপাত !
 নিদারুণ বিদগ্ধ দাহন—
 হায়রে ! কোথায় সাধন ঐক্য বাধন
 মহাপ্রেম নিরাসক্তার ?
 পথের ধুলায় বাদেব ঘর
 আছে কি ধর্ম আপন পর ।
 দুঃখ বেদনা ঘোচাতে সবার
 ওগো ! দাও খুলে সেই আঁখির দুয়ার এসে
 বুকের পাজরে ঝুঁক দোলন প্রাণসরসী ভেসে !
 বাগ্‌বিতণ্ডা হোক শতদল বিবেক উদ্ভূত
 পরম প্রেমের বিকশিত হোক ব্রহ্মকমল চিত্ত
 এম্মা ! প্রতি ঘরে দাও এমন সাধক অমৃতময় ভক্ত !

শ্রীসত্যজিৎ রায় আবার চিত্র আলোকে

পয়লা ডিসেম্বর উনিশশত অষ্টাশি
 আগের দিন প্রচণ্ড ঝড় ছিল
 নভেম্বর শেষ, বয়ে রাজি হল হারা
 ডিসেম্বর এর প্রথম হিমাক জাগে
 সত্য ! আবার চিত্র আলোকে উত্তাল অমুরাগে
 কত দিন পর—বাতাসে আবার—
 উড়িল প্রলয় দৃশি ঝড়,
 ত্রিবি ত্রিবি তালে বেথের আড়ালে
 নাচিছে উঠন্ত সূর্যবর

হৃকৃত সত্য আমেরিকার পরশে
 হুঙ্কিল দেহের ক্রেশ
 'গণশত্রু' শ্যুটিং এর প্রথম দিবস
 অনন্ত উন্মেষ !
 সমুদ্র লহরী উথলি পুথলি
 ওগো স্বপ্ন বিস্তারী তুমি আগো !
 আকাশে যেখ নিহাদ ঘনঘোর —
 ওগো তারকা ! নিহারিকা ! শূন্যে আগো !
 দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ুক হ্রস্ব প্রাণ কাদনি
 বিশ্ব বীণায় ধ্বনিয়া উঠুক
 সত্যের নব রাগিনী !
 লক্ষ হাজার আলোক ধারায়
 ফুল ফুলিণী ! তুমি আগো !
 সত্যজিতের ক্যামেরা হতে
 গণশত্রুর চিত্র ছায়ায় —
 জীবন্ত গণশত্রু ! তুমি আগো !
 শ্লিষ্ট কোয়ল যবনিকা পথে
 গণশত্রুর পরমার্থ —
 রক্ত বীণায় তীব্র নিখাদে
 বাজিছে 'রাতুল সত্য'

লাগল মাতন কোন আবেশে
 নৌযানী গান নীল আকাশে
 লাগল মাতন কোন আবেশে !
 নাচল শীতে মস্তি তরি
 কান্দিলো আজ 'কাকরী' ধরি
 আহো ! পাজ্রাবেতে এল পরব্ লোহরী
 'ভাঙকা নাচে' শিব দিগে গায় বাজার তুড়ি
 "ওউ উ বজ্র বজ্র : ! হোর হোর হোর"

আর আসল হুতে সরবে শাক
 — আর 'বকী রোটি তন্দুরী' !
 রাজহানে আলপনা দেয়
 দিহাল ভরে, ছয়ার পথে
 মা মেয়েরা ঘাঘরা পরে
 ওড়না দোলায় 'গড়বা' নাচে
 বারঠাতে 'ভুড়ি পডোওয়া'
 কাছা দিয়ে বাধল শাড়ী
 বিন্ধি বড়ো ভরলো কপাল
 মুখখানি তার যিষ্টি ভারী
 ঘোঁপায় চওড়া 'গজরা' দিয়ে
 'আমটি' ঝাঁবে চম্পাকলি !
 কাঠের জালে বাদাম তেলে
 ভাজে ফুলকো পুরণ পুলি !
 দক্ষিণে আজ 'পোঙ্গল' পষ
 হাঁড়ি বাজায় গান করি
 বাদাম চিরে নারকেল ভাজায়
 মিলিয়ে খাবে গুড় মুরি !
 স্নানরী বৌ হিম্যাচলে
 দুই কাঁধে তার বেণী কোলে
 পিঠের উপর বাচ্ছা নিয়ে
 পাছাড় বেয়ে গাইছে হুলে !
 মৌসম দেখে উত্তরপ্রদেশ
 'মকর সংক্রান্ত' এর ভরা আবেশ
 আলা ভোলা ক্ষেতের ধারে
 পাগড়ি বেঁধে বাঁধছে আলী !
 লাজবস্তী গাইছে হুয়ে —
 "পবন চালে — পুষ্পওয়ালী !"
 বিহারেতে 'বিচ্ছী সংক্রান্ত'
 ভোজ পুরীতে গাইছে জোরে —

নদী পরে কজুরীয়া আজ
 বাজায় তালি প্রাণ তরে !
 ওই দেখো ওই বাদল বাজে !
 গীণ্ডতালীরা নতুন সাজে
 বিতান বিতান নাচের বোলে
 লাল জবা ফুল বোঁপায় দোলে
 আর নেচে আর পরান খুলে—
 'সোরহাই গান' গাই
 'মাতকো বদে' লাগল যাতন
 আহামরি ! আর মাউল বনে যাই !
 আঁহা ! সোনার বাংলায় চন্দ্রাবতী নাচে !
 চন্দ্রহারে, চরণ তালে মন করে নেয় কাচে !
 সাতনরী হার উঠল ছলে, ছর হতে এই শোন
 নাচরে বাউল গা, শু তোর এক তারা বা-জা !
 নদীর তলে ঢেউ খেলে যায় প্রাণ
 আজ পৌষ পরবন্ গা-রে মাঝ 'ভাটিয়ালী' গান
 আসামেতে উঠল মেতে 'বিহুনাচ'
 'বিহু'র উৎসব বিরাট মেলা
 আহা রে ! আজ তত্ত্ববাহের বড্ড কাজ !
 আজ কিসের বপন চোখের কোলে ?
 'উড়িয়া' নাচে সমান তালে
 আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা জুড়ে
 গোকুল পিঠা, পুলি পিঠা
 আর কীর পিঠা যায় নতুন শুড়ে !

পুষ্পাঞ্জলী

আজি এ লগনে তোমারে আমি
বর্ষ পরিক্রমা পূর্ণ করি
সঁপিতে আবার পুষ্পাঞ্জলি
মাগো ! পেয়েছি অবসর
শ্রদ্ধা তোরে আনত নয়ন
বিবেকের দীপে উজ্জল চেতন
জানাবো হৃদয় বর্মবেদন
ফুল চন্দন তরি কর
মানব জন্ম সর্ব উচ্চ
এ হৃদয় সত্যত বক্ষ
বাসনা কামনা কুময় তুচ্ছ
সত্যের গুহ্য গাহি
তোমার করুণা এমহী ভরি—
সিঞ্জন করি শান্তি বারি
অভয় চরণ পুঙ্খিব তোমারি
বিশ্ব ভাবনা কহিব
মূল্য-বিহীন অহমের পরে
বদ মোহময় এ সংসারে
অভয় মুরতি বিরাজে তোমার
বিভাবন্ত সম জ্যোতির্ময়ী
ক্লান্ত বঁধু ছিন্ন তার
তয় দেহ ভীর্ণ তার
ললিত চরণে সমপিত্ত মাগো
পতিত পাবনী জগন্ময়ী !

শীতের ছুটি নতুন বিশেষ

শীতের ছুটি নতুন বিশেষ

আকব নাকি রাবার নতুন ছক—

খেতে খেতে বাস আবেশে বাড়ুক আরো পদ

বিছে আর করব না বকবক

পোস্ত বাটা কাটা তেঁতুল, মিষ্টি বেশী দিয়ে

কেমন হবে ইলিশ বাচ্চের টক।

তার সাথে খাই সকাল সকাল খাতা গরম কচুরি-

টক দইয়ে দাণ্ড কঁটিয়ে নারকেল আদা রাই

তোতে পাতলা বাচ্চের টুকরো ভলি

ছই বন্টা ভিজিয়ে রাখ তাই

গাঢ় ব্যাটার প্রলেপ দিয়ে

পুঁহরের পাতায় জড়িয়ে তাজ

নতুন ছাঁদের তেটকি বাচ্চের ফ্রাই !

ভর হুপরে তার সাথে খাও

দালিয়া দিয়ে তাজা মুগের বিচুড়ি !

চায়ের সঙ্গে আর কিছু নয়

টাটকা আপেল লাইস্

তার উপরে রাবড়ি ঢালো

‘ওহঃ উয়িন্টার হাউ নাইস্’ !

রাতের খাবার ফুডলস্ পোলাও

কমলা রসে রাঁধি—

শেখের পাতে জাম্ দিয়ে ক্রীম !

আয়রে সবাই— প্রাণটা খিঁরে

এক গামছায় বাঁধি !

এসো নির্মল নববর্ষ

এসো নির্মল নববর্ষ

এসো প্রেম অমৃত উৎস হতে

কলিকাতা যারের পাশে সচকিত

আর একটি শিশু 'বিধান নগর'

জানায় বাগত !

যারের অর্থ ভালি রক্তে গিয়াছে ভেসে

না জানি কোন দেশে

ভারতের উত্তরে দেবী রণচণ্ডী

আজও উদ্ধত !

তীর কনীনিকা ! কুহেলিকা ভরি

দিশেহারী পরমাত্ম দুরাত্মীর পথে

মেদিন — ; উত্তর শ্রীলঙ্কা

মহাসাগরে বাজালো ডঙ্কা

উত্তর বিহারে, দাক্ষিণিষ্ঠে স্থল বিক্ষোৰণ

পূর্বে প্রলয়ের আর্তনাদ

সোনার বা'লায় এপার ওপার —

চারিদিকে হাহাকার —

দেশ হতে দেশান্তরে

কত সূত্র ধরে

ক—ত ! মর্যাদিক বিমান পাত !

হেথায় হোথায় প্লাবনে উন্মত্ত নদী নালা

অকাল, মহাকাল, মরনের পালা

একে একে করিল উত্তরণ

ভূকম্পে ধূলিসাৎ হুদূর আর্মেনিয়ায়

অসহায় জননীর শেষ সম্পদ

'একটি কোমল শিশু' মুছে দেয় যারের

— নিজ্জাহীন নব্বনের বারি !

আজ বুঝি তাঁর অপলক মেহের দোলায়

বিশ্বস্তির রাত ! হল অবসান

মিলনের দিনে —

অগ্নান কুহব কলি আবার ফুটিল বনে
বন্যাপ্লুত আঁধি ধায় দূর দূরান্তনে
এসে! প্রাণবন্ত চিরন্তন নববর্ষ
পৃথিবীর প্রেমণী তলে
প্রতিবন্ধীর আকাঙ্ক্ষা জাগাও চুপে চুপে
মুক্তি লব্ব বাজাও দিগন্তে
হোক উদ্ভাসিত নব বসন্তে
শূভে ছুই লাত মুক্ত করি
অন্তর হৃদয় চেতনা ভরি
কলিকাতা যারের পাশে সচকিত
আর একটি শিশু 'বিধান নগর'
জানায় বাগত !

একটু ময়ে

আজ অগণিত যাহুদের ভেদান্তেদ জেহাদে
জলে যাক্ প্রকৃত বর্ম
আজ দুর্নীতির চক্রন্যূহে আক্রান্ত কর্ম
আজ দুর্ভৃতদের বাদ বিবাদে উন্নত চেতনা
হতাশার ঘোর আঁধার তেলে
রক্তিম লেলিহান প্রত্যাঘে আজ—
আকীর্ণ বিকীর্ণ অব্যক্ত করণ বেদনা
দূর দূরান্তে খুশির বেবে বেবে
ছেয়ে আছে নিছক প্রগ্ন আর অনন্ত অজানা
ওগো পরবহুঃস রামকৃষ্ণদেব — ভেগে ওঠো !
অন্তরীক্ষে তোমার অমৃত বাণী
পুনঃ অনিত হোক
একই মন্ত্রে হোক অস্তিত্ব প্রাপের যোগ

১৯৯০

কণিকের প্রভাষ

ওই এল অরণ অগ্নক তমোহর
আকীর্ণ বিকীর্ণ উর্ধ্বাক নব !
আনন্দ হিলোল বেতে
কি বেন কী উত্তর !
ব্যস্ত ত্রস্ত তাই নয় কন্দসী বুঝি
হারালো ক্রমে রাতের নিবিড় আবরণখানি
নিবন্ধ ধরিত্রী চকিতে ষতযত !
হেঁড়া হেঁড়া উড়ন্ত বেগে
বাতাসে ভাবনা এল যত
মুঠো মুঠো রঙের খেলা দূরদূরান্তনে
উজ্জল উন্মাদ ভাস বিধ্বস্ত চূষনে
খপ্ত বিধ্বল রাঙা আড়ম্বর
ছেয়ে যায় দিশে দিশে,
পূর্ব দিগন্তে বিশেষ
শিথিল দিক্ত পরাগে
প্রান্তের মিলন সোণাগে
ভুলে ভুলে অলি আসে
প্রাণের একী উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস !
তারপর ?
আসন্ন রোজ সন্ধ্যাসে
বেজে ওঠে কালচক্র ধ্বনি !
অলীক প্রকৃতি হাসে ইন্দ্রজাল বুনি !
অকাংশ দ্রাবিয়ার কোণে কোণে
প্রতিটি নিষ্ঠুর পলক ভুনি
আর নয় নয় এই রূপসর অনিবেষ আখ্যাদ
কণকাল পরে হয় হয়ে বাবে নান
সৃজনের লীলা বুঝি নিছক পরিহাস !

কান্নাস

নীল আকাশে ঢেউ দিয়ে ওই

কান্নাস উড়ে যায়

ক্রন্দনীয় রূপের ছটার

আহা মরি ! বিমান পুতুল

কদম জুড়ে চায় !

বাতাস ভরি আকাশ তরী

শুভে পাড়ি দিয়ে

অনিবেশে—

ধরার টানে আছড়ে পড়ে ভূঁয়ে

আজ দিল উজাড় করে ঢেলে

ভালবেসে !

চেয়ে দেখো তার ছিন্ন বদন

কঙ্কালসার বড়

প্রকৃতির যেন জীবন মরণ

নিষ্ঠুর চরাচর !

শুভ বিজয়া

সেদিন অন্তরীক্ষ ফেটে—

কর কর করে কীদে উঠেছিল ক্রন্দসী

বুজবার বাগ্‌বিতণ্ডা বিড়ম্বনায় জগু—

তুমি আর আমি কান্ডে পারিনি !

দিগন্ত বিসারী বড়ের দাপট ছিল বাতাসে

আনি সে দাপট বুকো আঘাত দিয়েছিল

উন্নত হৃদয় তখন বোঝেনি !

যেবে যেবে খুসর রাজা অপরাহ—

অনিক নেবে এসেছিল কল্প বিবাদিত নয়নে

চোখ মেলে দেখি, তুমি দূর তরবী চরণে !

লুটায় বড়ে জীর্ণ আচলখানি,
 প্রান্ত শৌর্য্যে অতুল তরী
 নিষ্ঠুর আবিষ্কৃত ছাড়িয়ে, সত্যি !
 গৃহে কোনদিন চেয়ে দেখিনি !
 জীবন যেন তুলের বাতনা তার—
 তবুতো প্রেম অনন্তর অপার !
 প্রবল অমুহুতি ছিল প্রাণে
 দেখা হবে এবার বিজয়া সন্মেলনে
 কাদ একী আহা ! আজ শুভ বিজয়া !

গোধূলি মিলন

শূন্যে তড়িৎ কষ্ট কৈপে কৈপে
 তাই কি করণ কৃষ্টি নামে ব্যোপে !
 শহরতলির হর্যা ছেয়ে হিবেল বাতাস—
 সমুখ এল বেয়ে
 নিম্প্রভ চোখে তেজস্বী উপনেত্র বেয়ে
 জানালো উন্নয়ন রূপালী কেশ
 সব জ্যোৎস্না হল শেষ !
 আমি হারা ! অপারগ নিষিলেশ !
 অশীতিপর বৃক !
 বাতায়ন হতে বহুতল নীচে যায় না যে আর দেখা
 কে যেন তবু অতি চেনা চেনা—
 শিখিল প্রবীণা স্নিগ্ধ !
 তিতিল বসন অঝোর নয়ন
 উর্ধ্বে বদন করি
 কাপে থরথর পথের উপর
 বাটিতে লুটায় ছড়ি !
 এই তো সেই লজ্জিকা !

জীবনের প্রথম প্রেরণা প্রেমিকা
 বুজি কিরি থাকে পলকে পলকে
 আবার আলোকে দুঃ বর্ণোক ছাড়িয়ে—
 একদিন পরে নির্ভয় বড়ে
 ছুয়ার চিনে এসেছে কি কিরে লতিকা ?
 আজ শু শু তুমি আর আমি
 তপো বিমূষিকা !
 আর সবকিছু গেছে হারিয়ে !

পাঁচিশে ডিসেম্বর

ক—ত ! হেঁড়া হেঁড়া কণ !
 আজও হেঁড়ে বন
 মনে পড়ে, করেছি কত অস্তায়—
 কত নির্ভয় অবিচার,
 জীবনের ইতিহাসে বারবার,
 আপনারে শু শু তুলি !
 কত সত্য ! ঢেকেছে বাধায়,
 নিকন্তর আকাশের গায়,
 আশ্রয়ভাষী পৃথিবীর,
 রক্তিম কোড়ো ধূলি !
 আমি ! আমার যিতদেবতাকে মেরেছি
 তাঁর উন্মিলিত জীবন্ত দেহখানি
 কণ্টকে উপদ্রুপরি বিদ্ধ করেছি !
 তাঁর উদ্ভাবনীয় অমূল্য অস্তরখানি
 দিবেছি শূলে !
 সেই হলর উলগীষ, যুগে যুগে উদ্ভতির হোক
 চিরায়ত হোক অক্ষতলে—
 যে অনন্ত পীঠাণ তুমি ! হুহাত প্রসারী

অঝোর নব্বনের বারি দিয়েছ ঢালি
তোমার অনীর ক্ষয়ার করুণা বারায়
বিশ্ব সাগর উঠেছে ছলি !

• • •

শীতের নিহরণে জাগি চমকে দেখি !
নিজস্বাধীন হিম বৃক্ষ শাখায়
নব পুষ্প বৃত্তখানি !
শ্রেনের মহিমা অনন্ত অমর—
আকাশে উদ্ভাসিত নব ভাবর !
আজ বিশ্বের অবতীর্ণের লগ্ন তিথি
দিগ দিগন্তে পঁচিলে ডিমেষ্বর ।

বরাত

বড় রাস্তার পাশ দিয়ে
বঁকে গেছে করুণ সংকীর্ণ গলি,
বরাতকে ডেকে বলি
একটু পথ দেখাবেন ?
আমি যথোচিত শিকার অস্ত্র (শীর্ণ)
কোথায় যাবেন ?
চাকরির সন্ধানে
ওই গলি দিয়ে চলে যান—
ওদিকেই যেতে হবে ?
তাছাড়া তো আপনার উপায় নাই !
সুপারিশের প্রয়োজন হবে কি ?
আমার নাম বেবেন
সঙ্গে একটু আসতে পারেন !
ওপথে এখন যাবার আমার সময় নাই
আজ আমাদের পাড়ায় চোর পুলিশের বেলা !

আজকের দিনটি

১৭ আদ্বিন তবু আকাশটি ভারী বেশ—
অকরণ ভীড় ঠেলে পাঞ্জাব বেলে
এবার যাত্রা হল শেষ !
কান্দি থেকে কলকাতা কিরেছি আবার—
দেখেছি ভারতের উত্তরে মুহূৰ্ত্ত জনগণ
দেখেছি ছাত্রদের আত্মাহুতি, আত্মবিসর্জন
দিনে দিনে কত নিদারুণ অবিচার !
মিছিলে বার বার বান চলাচল বহু
বিভাগে ছেয়ে যায় অ্যাণ্টিরিভারভেশন বন্দ !
এখনও পারিনি নিতে এতটুকু স্বস্তির শ্বাস
হাওড়া পার হয়ে চলেছি একাকী
বিধান নগর মহাবীর বিকাশ
দীর্ঘ পথ ভলে থানা বন্দ তরা কত লীন
আজ কোম্পাগরী লক্ষ্মীপুজার দ্বিতীয় দিন
দিকে দিকে দুর্গোৎসবের এই অবসান
চাক চোল সব বাচ্চ গেছে দূরে—
বেষে বেষে অন্তরীক ঢাকে জুড়ে
ছুটি নব্বন ভিজিয়ে তোলে
ছিন্ন নীরব নিরাভরণ সিক্ত সামিহানা
বহুদিনের উল্লু বেদন
হৃদয় ঘিরে হঠাৎ দিল হানা
ঝুটি ধারায় ওই ধোঁয়ালায়
অলস কাজল আঁখির তটে—
কেন ভাবনা ভাসায় নানা ?

১৯৯১

হারানো প্রেম

সবুজ পাখীর ইশারাতে
চলে এলাম আহা তুল করে
নতুন কোঠায় বৈবেছিলাম
তুলতুলিতে বাসা
তুল বুলি বোর ছিল সাথে
প্রাণের চেয়ে বাসা !
তোরের রাতে যখন তারে
ঝাপটা মেরে পাখী না নেড়ে
চিপ্ চিপ্ চিপ্ চাপা সুরে ডাক দিতাম
চোখ পিট্-পিট্-মুখ তুলে
শিব দিয়ে ওই দূর আকাশে উড়ে যেতাম !
অথই নীলে !
সবুজ পাখীর ইশারাতে চলে এলাম—
আহা তুল করে !

মধুর হাসি

আমার চোখে ফেলতে নয়ন
হেসে লজ্জা কেন পাও !
কিসের এত চঞ্চলতা
পালিয়ে কোথায় যাও ?
ছড়িয়ে নতুন চিন্তাধারা
ভাঙে বত লজ্জা বেড়া !
হাসির মাঝেই দেখো
হাসির স্রষ্টাকে !
ছেলেমেয়ের ওই হাসাহাসি
হয় আনি ভালবাসাবাসি
সবই তবু নিছ কেন একই করে — ?

ভরল করে ঘনটি করো
 বন্ধন বেঘন তেমন গড়ে
 আঁচা দিগে বুকতে শেখো
 মেঘ ঢেলে চিনতে শেখো
 সবই সহজ সবই সরল বিচ্ছে পান্ন কেন ভয় ?
 পারবে না কেউ পথের মাঝে
 কোনে! বাধা দিতে তোমার কাজে
 ওই যথু হাতি
 ঠিক করবে সকল জয় ।

জীবনের গাড়ি

জীবনের গাড়ি চোটে বড় বড় বড়—
 ভাবি আর দেখে যাই পর পর পর !
 মেঘে মেঘে ক'ণ ভাব তবু গম্ভীর
 প্রতিঘাতে বিহ্বাৎ কৈশে চমকায়
 হৃদয়ন তরে ওঠে প্রকৃতির রূপ
 অন্তরে তোলপাড়, ভাবা নিশ্চুপ !
 উদ্ভক্ত সাগরে বুঝি নাই আড়পার—
 জ্বরের তল ঘেঁষে একী একাকার !
 সংসার ভালবাসা শুধু মাথাভার—
 আদরের নীরে প্রাণ তবু আছে তাঁর
 নব নব বসন্ত দেখি বতবার—
 কণিক বপন যেন নাই কিছু আর !
 নিষ্ঠুর বাতলা খোলে মৃত্যুর দ্বার—
 সেই তো পরম প্রিয়
 জীবাত্মার সার !
 জীবনের গাড়ি চোটে বড় বড় বড়—
 ভাবি আর দেখে যাই পর পর পর !

আজব পখিক

মুখ চলে বরাবর চোখ তংপর—
কাটা হাঁটা কথা আর ভাষা করকর
যাক পথে হাঁটা কেন হায় বোকা তার—
চাহনিতে ফুটপাতে ভরে জনতার
তারপর ক্রসিঙেতে, নেচে ওঠে হাহা হেসে
গাড়ি বাস কোল ঘেঁষে
পাশাপাশি যায় কেঁসে
লতপতে পোশাকেতে একী তার রূপ
চারদিকে হৈঁহৈ নিমেষেই চূপ !
যান ভট লাল বাতি
পুলিসের হাঁটাহাঁটি
তবু তার বাক্যাটি
মধুর অতি খাঁটি
কি যে চায় কোথা যায়
কিছু দেখা দায়—
দ্রাগ বাধা জিপ শেষে
ধীরে পিছু যায় !

স্বপ্ন কিসের

দিন রাত ধরনীতে কোষতলি ভাবনায়
টেরা বেকা ঠ্যাং তুলে আঁচড়ায়
চুপু চুপু তন্ত্রায় শিরের কাছে এসে
স্বপনের ভড়িমাতে কামড়ায় !
এই সব কল্প কি গল্পেতে লেখা যায় ?
মোতিচূর লাভু আর রসে তরা পাঙ্কর
নাচে কোন আল্লাদে গায় স্বপ্নর—
রূপ করে মোতিচূর পাঙ্কর রসে পড়ে

ভিজে ভিজে কৈসে কৈসে ডোবে ভরপুর !
 হৃদয়ের তাবাবুলি হয় শেষে গোলাগুলি
 বপ্‌বপ্‌ চলে গজা, তেড়ে তেড়ে যায়
 — সনপাপড়ি খুলি !
 সারারাত গুঠে রব—দোকানের মিষ্টিরা
 — হাঁকে হুঙ্কার—
 কারা বুঝি এই কীদে, যায় লোভে আবাদে
 চারদিকে জট বাঁধে
 মুখে মিষ্টি মোহালের মত্‌ ফুৎকার !—
 উঠে দেখি তোরবেলা, যায় না যে চোখ ফেলা
 গেল গেল সব গেল বিছানার—
 বরষানা পিপড়েতে একাকার !
 গত রাতে তরেছি যে হাতে নিয়ে মিষ্টি
 তারই ফলে হয় হয় একী অনাসৃষ্টি !

বানাও সিঙাড়া খাও গরম !

সিঙাড়া গরম সিঙাড়া
 সিঙাড়া ত্রিকোণ সিঙাড়া !
 কুচো ফুলকপি আলু টাটকা বটর—
 তেলে পাঁচফোড়নেতে ভাজো বর বর
 আদা কুচি দাও মেলে ভাজা ময়লায়
 বাদামের কুচি দিলে আরো ভালো হয়
 কিছু কথা বলি শেষে উপকরণে
 এক কিলো পুর হলে মোট ওজনে
 ফুলকপির ভাগ হবে একটু বেশী
 গরম মসলা হয় বেশ মিহি পিঁচি
 এই বার এক সাথে রাখো তুর তুর—
 এই হল পুর—খাদ্যে ভরপুর !

আবিষ্কার করো যদি এই মসলার
 খেতে খেতে ডুবে যাবে স্বপ্ন নেশায় !
 সিঁড়িয়ার ময়দাতে ছুন চিনি দাগ
 এক কিলোর আধা কাপ ছধ ঢেলে দাগ—
 ঘি ঢালো অতুলাতে এক-এর চার
 জল দিয়ে ঠেসে মাথো বার বার বার—
 ডিমের আকারে বেলো মোটা বড়ো দুটি
 ছই ভাগ করে তাকে কাটো হাক্কাহাকি
 এক ভাগে পোরো পুর, ভাজো তেলে কুরকুর !
 একটু খুলে ফাঁদ দাগ ঢেলে সম
 খেয়ে দেখো চেয়ে দেখো রূপে টস্‌টস্‌ !
 সিঁড়ি গরম সিঁড়ি
 সিঁড়ি জিকোণ সিঁড়ি !

কাশী থেকে কলকাতা যাত্রা

আজকে যাব কলকাতাতে
 টেনের ভিতর শুতে শুতে
 বেড়িং বাঁধি পৌটলা বাঁধি যত—
 ছোট পিসি ভাজছে নুচি
 যা রাধছে মিষ্টি স্নান
 আমরা সবাই পরচি মোজা জুতো
 করতে দেখা আসছে ভিড়ে
 চেনা শোনা বন্ধু ঘিরে
 হুনহুনিয়ে রিক্সা এসে জমে
 দলে দলে আসছে কুলি
 মাথায় চাপায় পৌটলাগুলি
 গাড়ির উপর উঠছে জিনিস ক্রমে
 টুনিবানি বন্ধু আমার—
 করতে দেখা ডাকছে আমার

হুঁসের কথা বলছে চোখের জলে
 যাচ্ছ তুমি কত দূরে
 চিঠি দিও মনে করে
 বিশ্বনাথের কাশীর কথায়
 হরিশচন্দ্রের ত্যাগের ব্যথায়
 এমন তীর্থভূমি যেওনা যেন ভুলে !
 বাড়ি ছেড়ে, স্বজন ছেড়ে—
 গঙ্গার ঘাটে কীর্তন ছেড়ে
 আমরা সবাই যাচ্ছি দেশে চলে ।
 হায়রে এমন বিধির বাধন
 নিত্য নূতন জীবন সাধন !

১২৫৫

স্বপ্নের লাউ ডগা।

বাবা বলতেন কচিনুদ্ধি
 মা বলতেন বিজিপনা—
 সমবয়স্করা হেসে বলত জাকা !
 আমি জানি আমি অতি কাঁচা
 একদিন বেজে উঠল শীষ উলু উলু শব্দে
 বর এলো ফৌজি ডাক্তার জ্বরদন্ত ককল কঠিন
 ধরাচূড়ায় বুঝি হাসতেও মানা !
 ওমা ! বিষের বাসরে দেখি, আহামরি !
 সেও তো মেয়েদের কাছে
 হাসি মধুরা আর কথাই ফুলঝুরি !
 আমারই মতো অপরিণত
 মনের ভিতরে বুঝি এক মাঠ সবুজ
 বাইরেটা হোকনা ধূসর ভাষাটে
 ভাস্করিতে গুরুপতীর ভারিকি নীরস

আসলে ভিতরটা রঙে রঙে টাইটুয় ।
 বুঝি সকলেই ছেলেমানুষ !
 কৈশোর বেড়ে চলল
 কতুর লাউ ডগার মতো —
 এখানে ওখানে সেখানে
 সংসার বেড়াঝাল ঘিরে —
 বসন্তের শেষে এলো উন্মাদ ক্রীষ্মের উত্তাপ ।
 জীবনের মেঘে মেঘে — ঘন বর্ষায়
 অঝোর নয়নে কত অরণীয় কণ,
 প্রজ্ঞাওর মহাকর্ষে বয়ে চলে মন !
 শরতের শুভ্র মেঘপুঞ্জের স্পৃহায়
 বুকের গ্রন্থিতে নেমে এলো
 ভিত্তি প্রোল্যাঙ্কিন-এর খেলা
 এই তো জীবন মেলা !
 গড়ে ওঠে প্রজন্মের সোপান —
 হেমন্তের শিহরণে ধীরে ধীরে —
 জীর্ণ ভিন্ন চরণে মিলাল সে পথ !
 দিনে দিনে আলো হলো ক্ষীণ
 শীতের রূপোলী আভাষ — জীবনের সীমান্তে
 স্বপ্নের মত ভেসে ওঠে সেট ছেলেবেলা
 দাপাদাপি হৈ হৈ রৈ রৈ ।
 অহেতুক সেট অনাবিল উচ্চ হাসি !
 শুঁকেও দেখি সেট মুক্ত শিশুর মতোই,
 আমারই মতো অপরিণত ।
 সাদা চুলে ওনারও উজ্জ্বল — নবীন মুখখানি !
 সম বহুকরা আমাকে দেখে আজও —
 ছেলে বলে ইস কী জ্ঞান !
 আমি জানি আমি অতি কাঁচা ।

হুগোৎসব মহাবীর বিকাশ আবাসন

সপ্টেম্বর ১৯৮৮ সাল

মহাপক্ষী

মহাবীর বিকাশে

হৃদয় আকাশে

বাজিল আবার শীঘ্র

মহা পক্ষীর

গোহুলি লগনে

কনিয়া উঠিল ডাক

আয়রে সখাই আয়রে ঘরি

সবার হৃদয় মুক্ত করি

পাকিষ মায়ের ডাক

মুখরিত হোক উৎস সবার—

প্রাণ ঢালি বন করব উজাড়

দেখব পুজার জাঁক !

ওই দেখো মা নতুন সাজে

ভর দিয়েছে ছেলের কাঁধে

হেসে হুলে উঠল বেদীর পর—

দুর্গা মায়ের জয়কনি

বদল জালে কল্ল বুনি

কণ্ঠে সবার সমান উচ্চস্বর !

মহাপক্ষী

আনন্দ বেলায় মহাবীরের পথ

মায়েরা আনিল হৃদয় ভোজ্য অর্থ

শিকরা আসিল বসনে কৃষণে

রচিত শারদ বর্গ !

মহাসত্ত্বী

মহা সপ্তমীর ভোর হতে ওই
ঘরে ঘরে পড়ে মাড়া
পুরোহিত বুঝি যন্ত্র পুঁথিতে
আপন আত্মহারা
মহাবীর বিকাশে উঠেছে ঝাঁকিয়া
দিকে দিকে কত সিঁড়ি
উপরে বিশাল ডেকের বাহার
চারিদিক গেছে ঘিরি
সারি সারি আসে তরুণী মেয়েরা
মায়েরা তাদের সাথে
সিঁড়িতে সিঁড়িতে মরমুখী ফুল
বুঝি বহিয়া করিল পথে !
আসিল শম্পা চৈতালী আর —
ইন্দ্রাণী স্ত্রীমণী দিদি
তুঘিল লোপা বসিব কোথা
দেখিব পূজার বিধি
সিক্তা দিদি হাসিল হঠাৎ
মায়ের বেদীর 'পরে
ভোরের ক্রান্তি ছুড়ালো সবার —
কণিক আবেগ তরে !
অর্চনাদি মাঠকটি ঘরে
স্বদূর পানে চেয়ে
কার্যসূচী গেলেন পড়ে
সবাই এলো বেয়ে
পুল্পাঙলির সময় হলো
ছেলে মেয়েরা জড়ো
যুক্ত করে যন্ত্র বলো
ফুলে চরণ তরো
পূজার তারে নির্মলচন্দ্রে

বায়েন ভীষণ কারে
 পূর্ণেন্দু রায় চক্রান্তে
 আলো দেবার রাজ্যে
 এলেন দাদা মানব বিনয়
 দেবত্রস্ত মহাযোগীতার
 অশোক দাদা ঘোষের সাথে
 যান যে বেয়ে রৌদ্র মাথায় !

মহাটমী

মহাটমীর দীপ্ত আলোক
 কল্য মায়ের সাত
 প্রশান্ত নয়নে কর্মীরূপ
 দেখেন সকল কাজ
 মহাটমীর বেজায় ধূম
 চলল খাবার পালা
 আসল ক্রমে মিষ্টি পায়ের
 ভিড়ের ঠোপায় ঠোপা !
 লিখ নাটক জমছে ভালো
 গানের অঙ্গে ফুটেছে আলো
 অঙ্ককারে সস্তার মারে
 মাতৃকদে তাঁদের আলো !

অলৌকিক স্বপ্নাদেশ

আজ যে তোরা কত বড়ো
 উড়ে বেড়াস এই তারার
 পাতাল তলে ক্ষুরে দেখিস
 কত গভীর মহীর হৃদয় !
 এখন আমিই তোদের সাথে

নামি উঠি তোদের রথে
 আর কি সাজে আমার নিয়ে
 জাঁকজমকে নিছক প্রথায়
 রং বেরঙে পুতুল খেলা !
 'ছলিস বখন অতি অনুভ
 শারদ ফুলের মাঠে সবুজ
 আমার প্রাচীন গল্প নিয়ে
 সাজিয়ে ছিলি পূজার মেলা !
 আয়রে সকল মেহের রতন
 ছড়িয়ে আছিল বিশ্ব জুড়ায়
 বর্ষা পাঁড়া ফেলব ছুঁড়ে
 ধরব বুকে দশ জুড়ায়
 কেন যে করিস বগড়াঝাঁটি
 দেশ বিদেশের বেড়া আঁটি
 পৃথক পৃথক ধর্ম কেন ?
 শিখিল মনের তিল্ল ধারায় !
 আয়রে কাছে নাতি পুতি
 দেখাব সব পুরানো পুঁথি
 আমার মতো ভূর্গ যুঝি
 দেখিস জগৎ ক'জন যুঝি ?
 নতুন ছাঁদে বাধরে পূজা
 উন্নত শির জাগিয়ে সবার—
 ওরে ! তোদের নতুন বপ্ন কর্মে সাজা !

স্বপনে সন্ধিপূজা

জানি না কখন যপ্নে-হারাই
 মাঘের কাছে সন্ধি পূজায়
 সারাদিনের ক্রান্তি ভরে
 উপবাসের মর্মবাধায়

বাজবীণ বাজ বোবহর
 চন্দ্রাক্ষরে নাট্যাভিনয়
 উজ্জ্বলা বা দলভূজায়
 সব আকৃষণ মুক্ত করি
 নির্বর কেশ অঙ্গ বহি
 নীর সিদ্ধ অক্ষি তরি
 দীপ্ত ললাট প্রান্ত 'পরি
 ঈষৎ বিন্দু বিন্দু বারি
 বীৰ্যবতী মুরতি একী—
 প্রাণবন্ত সৌন্দর্য নারী !
 ত্রিলোচনে পলক তুলে
 দলভূজায় হুগী বলে
 কেনরে আমার পুজিস ঢাকি ?
 মাটি আর বালি
 রং আর তুলি
 আলোর ছটায় গুরে—সবই যে মেকী ।

মহানবমীর দশা

মহানবমীর রত্নিন পূজা
 শিখিল বীধন ছন্দর তাজা
 কোন মরমে আজকে সবাই
 দেখছে যাত্রের চোখ
 তারা যান মুখে হায় মিষ্টি হেসে
 করছে পূজার বোণ
 আজ মহানবমীর স্টেজের 'পরে
 কেউবা নাচে ভাবের বোরে
 কেউবা পড়ে প্রেমের কাদে
 অভিনয়ের অলীক হাদে
 মহাকোলাহল মহানন্দ

নীরব হবে কাল
হৃদয় পাখার উড়ালপুড়াল
সামা সবার হাল !

মহাদশমী

মহাদশমীর ক্রান্ত চোখে
শ্রান্ত মায়ের কল !
সম্মুখেতে আমরা সবাই
দাঁড়িয়ে আছি চুপ !
সিঁহুর খেলার সমারোহে
ধরল গলার স্বর —
চোখের জলে তলিয়ে গেলাম
মায়ের চরণ ধর !
ওই দেখনা তখনে কেমন
শান্ত মা মূর্তি যেমন
বাহির করি দশটি কর !
নামল যখন মাটির 'পর
বলরে এসো আবার এসো
বহু বহু হাজার বার —
প্রতি বছর হয় যেন মা
সবার দেবা পূজার হার !
জড়িয়ে মায়া চপ্পলে মাগো
গাড়ির উপর চড়ে
এক গজা জলে ওরা !
পড়বে কারে করে ?

শান্তিভঙ্গ

মহাবীর বিকাশ বিকশিত হোক

শান্তিভঙ্গে আরো—

সামনে বছর বার আলিবে

দেব অনুত বড়ো !

শুভ বিজয়া

শুভ বিজয়ায় আয়রে আয়

গলায় গলায় মিলি

মিটি বেয়ে সদলবলে

এবার বাড়ি চলি !

ଦ୍ଵିତୀୟ ଖଣ୍ଡ 'ଆଖର ଲହରୀ'

ଆଖର ଲହରୀ

ଆମି ଆଖର	ତୁମି ଭାବ
ତୁମି ଶୋଧନ	ଆମି ହାତ
ଆମି ଲହରୀ	ତୁମି ନୟନ
ତୁମି ଆବନ	ଆମି ଚୈତ୍ର !
ଆମି ଜୀବନ	ତୁମି ପ୍ରକୃତି
ତୁମି ପଞ୍ଚିକ	ଆମି ସୃତି
ଆମି ସୁଖ	ତୁମି ଉତ୍ସ
ତୁମି ପୂର୍ବ	ଆମି ନିଃସ !
ଆମି ପ୍ରଃସ	ତୁମି ଚିନ୍ତନ
ତୁମି ଅନ୍ତ	ଆମି ନୟନ
ଆମି ସୃତି	ତୁମି ସଞ୍ଜନ
ତୁମି ଆଶୁନ	ଆମି ଦହନ
ଆମି ଆଲୋ	ତୁମି ରବି
ତୁମି କାବି	ଆମି ଛବି
ଆମି ଗାନ	ତୁମି ଛନ୍ଦ
ତୁମି କବିତା	ଆମି ସ୍ଥଳ
ଆମି ସମସ୍ତା	ତୁମି ସମାଧାନ
ତୁମି ଡାଲୋବାସା	ଆମି ଗୁମୁ ପ୍ରାଣ !
ଆମି ଛିନ୍ନ	ତୁମି ବନ୍ଧନ
ତୁମି ଲେଖନୀ	ଆମି ଅନ୍ଧନ
ଆମି ସାତନା	ତୁମି ସର୍ବ
ତୁମି କରଣ	ଆମି କର୍ମ
ଆମି ଆକାଶ	ତୁମି ପୃଥିବୀ
ତୁମି ହିମାଦ୍ରୀ	ଆମି ଜାହାଜୀ
ଆମି ଗର	ତୁମି କର
ତୁମି ଭାବନ	ଆମି ଜଗ !

ভাবনা

আমি যে ভাবনা দেখেছি জীবনে
জানি সে কেনিল অথৈ সাগর—
প্রতি লহরায় অনন্ত লহরী
বুকে দোলে সেই হৃদয় নাগর !

দৃষ্টি

দৃষ্টি আলোতে চায় রূপের সন্ধান
চায়না সন্নিবি, সে চায় ব্যবধান !

প্রেম

উজ্জ্বলে আবেগে হও কণ্ঠ আরোহ
চকল ঘোবনে নাহি রাখ সমীহ
তরি ক্রান্তির হও শান্তির
হৃদে হৃগতীর অবরোহ
এ কী বিষয় এ কী অপজল
প্রেমের হৃদয় সমারোহ !

শারদা মায়ের ডাক

বেশ কাটা কারা খেমে গেছে আজ—
খন নীলে সাদা দিয়া তুল হুলে সাজ !
সোনালী আলোর যেতে
আকাশের ধূলি লোটে
লতার পাতার ফুড়ে ধরে ধরে ফুল কোটে
বাতাস বলে ওঠে এস ধূলি খেলা করি
সাগরের উজ্জ্বল প্রাণের তরঙ্গে তরি

পারল না রেঁধে তাকে ছরাপুর একাকার —
স্বর্ষ দিয়েছে তেলে সোনার ভাগ্যার !

মেঘের আকাশ

দণ্ডেলক থেকে এলাম বাজারি
ঘরতলার পথ ঘরি
মেঘের আকাশ ব্যাপার বুকে
বুড়ি নামায় করঝরি !

ওরে নির্বোধ পাষণ

ওরে নির্বোধ পাষণ অচল অটল —
বুঝিসনা হৃদয় কী চকল
কখনও ছুটে যায় দূর পবিত্র শিখরে
কখনও আকাশের বেঘ ঝণ্ডে
কখনও হারাতে চায় তোর কঠিন বন্ধে
জীবনের প্রতি দণ্ডে !

সাঁঝের প্রদীপ

ভ্রান্ত হুপুর পড়ল ঢলে ঢলে
নিগন্তিকায় নিবিড় কোলে কোলে
ভ্রান্ত হৃদয় উঠল হলে হলে
উতল জাওয়ান আকাশ কূলে কূলে
ওই এল ওই তারকা দলে দলে
সাঁঝের প্রদীপ উঠল জলে জলে !

শিঁয়াজের কাঁজ

অলস উন্নত রক্তন সাজ
রাখা বরে অজস্র কাজ
তবু উজ্জ্বল আমার প্রাণ
হায়রে এ কী শিঁয়াজের কাঁজ
কোথায় পরিজ্ঞান !

খেয়াল হল বাংলা শিঁখি

খেয়াল হল বাংলা শিঁখি
ছোট খাটো পছ লিখি
লেখা নিয়ে হাফা করে
লম্বা গেলাম ছাপাতে
সাহিত্যের এক বাংলা কাগজ
বিশ্ব জোড়া স'বাদে
পারিসিটির মস্ত বড়ো
স্বনাম বস্তু বিড়িভেঁতে
মেঝানে লেখক কত লম্বা বেঁটে
গোমড়া মুখো চশমা এঁটে
কেউবা আটিষ্ট কেউবা কবি ডিগ্‌ডিগে
কেউবা যেন চলেন খাড়া টিকটিকে ।
আমার পছ দেখেই গড়ে সুবাই
গাঁটো যারেন বজা দেওয়া দরজাতে
খাড়া বেয়ে খাবড়া মুখে !
পছ সমেত গড়িয়ে এলাম
নিঁড়ি বেয়ে রাজপথে !

জীবন মরণ

মরণের কথা ভেবে কেটে যায় বেলা
জীবনের প্রতি কেন এত অবহেলা
মৃত্যুর পরে আছে আধারের ঠাই
জীবন ! তুমি কি পরিহাস ?
ইহকাল পরকাল কোনো যোগ নাই ?

মনের প্রদীপ

দীপির কোলে রোদ নেমেছে
কলমী শাখে আলো
সবুজ পাতায় ফুলের দোলায়
মনের প্রদীপ জ্বালো !

আকাশ

আকাশ ! তোমার অন্তরে দেখি অনন্ত চিস্তন
নব দিগন্তে তুমি অপরূপ নূতন
আনন্দমুখর দিনে তুমি চিরন্তন
শোকাক্ত মৃত্যুর দিনে হায় বহু পুরাতন !

মিঠি বোমার শুভ জন্মদিন

ভোলা বোমা মিঠি
পড়ে দেখো চিঠি
তোমার শুভ জন্মদিনে আমাদের অন্তর হতে
অবোর স্নেহাশিস্ ধারা
নিখে এল তোমাদের প্রাণে
দীর্ঘায়ুস্বস্তী হও
হও আজন্ম সখী

জীবন হোক ভালোবাসার গানে
চির সর্বমুখী !

মুরতী

কী বায়্যাবিনী মাগো পাষণ্ডপিনী
কেবলই কুলাস নিজ রূপে
দেখিতে দেখিতে প্রাণের যাতনা
হয় অবসান চূপে চূপে !

শ্বেতানিস

তোমার শ্বেতানিস
ভরেছে জীবন ভাল।
দিয়েছ যে মর্মবাণী
পেঁথেছি হৃদয় মালা ।

ভূভেচ্ছা

ভূভেচ্ছা হৃদয় প্রসারী
ছড়ালো উৎস ধারা
সকল গঠন পথে
সদাই দিয়েছে সাড়া ।

অশ্রুনীল

ওগো অশ্রুনীল হৃদয় শীল
ভাবল গাঢ়ের লতার পাতায়
এতদিন তুমি আড়াল ছিলে ।
কোন ভাবনায় করা পাতায়
ভর বসন্তে দেখা দিলে ?

একটুখানি ঘুরছি লনে

একটুখানি ঘুরছি লনে

সারাদিন ছুটি আঙ

রাহা বরে গিন্নী আবার

ভাজছে বসে ট্যাংরা মাচ

বং সাবাস্ত্র খবর কিছু

পড়ছি কাগজ হাতে রেখে

চোখ কপালে ঠিকরে ওঠে

বিজ্ঞাপনের ছবি দেখে !

লাক্তময়ী তরী সে এক

নিরাবরণ দাঁড়িয়ে হায়

লেখার কতক হরফ দিয়ে

লজ্জা কিছু ঢাকতে চায় !

পাশের লনে মিসেস বাস্ত

আমায় দেখে পালায় ওই

পিছন ফিরে মুচকি হাসি

দেখতে আর পারলাম কই !

সিন্ধু চুলের বাহার বেশ—

চোখ দুটি তার মন্দ না

চলার সাথেও চন্দ্র আছে

নাম বুঝি গর বন্দনা !

একটু-আধটু সাজে বটে

কথা বলার ভক্তি বেশ

গিন্নীকে আর বলব কত

লেখার কিছু নাইকো লেশ !

রাজনীতির তাবনা নিয়ে

গেছি কখন হারিয়ে

আহা এসে অকারণে

হেসে গেল দাঁত খেলিয়ে !

ভাবছি এবার লিখব খরচ
 পরলা কড়ি বিশেষ নাই
 হাঁকল চঠাৎ বাড়িওলা—
 বাণো ! কোথায় এবার বসি পাই !
 একটুখানি পুরছি লনে
 সারাদিন ছুটি আত
 রান্না করে গিল্লী আমার
 ভাজছে বসে টাংরা মাছ ।

শব্দ ধারা আখর হারা

কবিতা

ক বিতায় 'ক' এর শুধু
 একটি কাঁধে হাত
 বি তলায় বক্র মুষ্টি
 দেখো দিবারাত
 তা ই বুঝি আজ কাব্য ধারায়
 ছন্দ ছাড়া ছন্দ !

গল্প

গ ম শোনান দাদামশাই
 ল যা লম্বা হাই
 প কুই পাড়া ঘুরিয়ে পড়ে
 রাতের খেয়াল নাই !

প্রবন্ধ

প্রা বন্ধের চোখ বন্ধ কেন ?

ব লল বন্ধ দেশ

ন তুন শক্রে রাঙল ভাষা

ধ জায় ধ্যান আবেশ !

ছড়া

ছ ডা কেটে বৃষ্টি পড়ে

টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর—

ড এর নীচে বিনি পুহুর

আ ল ভরে যায় ঝাপুর ঝুপুর !

নামের ধারা শব্দ ছারা

মাদার টেরিসা

(মাগো টেরিসা)

টেরিসা ! তুমি তো সেই ঈশা

মাগো ! পরিপূর্ণ ভালোবাসা !

শ্রীসত্যজিৎ রায়

চির সত্য 'জত রহ

সত্য করে সত্যের নির্ণয় !

অন্ধার মান

সত্যজিৎ‌র আনন্দেতে আলো ছায়া নাচে

অন্ধার মানের অগণানে আজ

বিশ্ব মানব বাচে

ও আনন্দ রাকার চাঁদে পূর্ণ হয়ে তাম

নিশান্তিকার পূর্ব ছটায়

আত্মক প্রাণের রান

ওগো মালিক ভারত রত্ন

শ্রেষ্ঠ তোমার চলচ্চিত্র পথ—

তুমি ছন্দে আবুল হুসের ধারায়,

তাষার ছড়ায়, চিত্র কলায়—,

আত্ম বিহীন পদক মালায়

সবার মনোরথ ।

আশাপূর্ণা দেবী

অস্ত্র ধারায় হৃদের সাধন,

অপূর্ণা আশার আবুল দিন,

তোমার চরণ তলে অর্থ তাহা

দেবী ! তোমার সাক্ষাতে মন

করব লীন ।

শব্দ ঘোষ

(লেখক কবি)

ঘোষণা করিল শব্দ নিনাদ

ভোরের আকাশ 'গরি

দেখো সাগরের কেনপুঞ্জ লহরী

শিঙ নরন তরি !

বুদ্ধদেব গুহ
(লেখক কবি)

গুহার দ্বারে বুদ্ধদেব—
লেখেন আধারে বসি—
অগণিত তারকা বুঝি
আধারে উজ্জ্বল বসি !

সাগরময় ঘোষ
(সম্পাদক 'দেশ')

সাগরময় ছড়িয়ে আছে
অশ্রু উষি ঘোর—
দেশ সাহিত্যে আনলো দোলন
রাত্রি হল ভোর !

গৌরকিশোর ঘোষ
(লেখক)

গৌর কিশোর চিত্ত
সর্ব গরিমায়
বঙ্গ সাহিত্যে কোমল ধারায়
বহিষ্ঠেছে মহিমায় !

অরুণ বাগচী
(জার্নালিস্ট, লেখক)

অরুণ উদয় পূব আকাশে
রঙিন মেঘে পুঞ্জ ভাসে
বাগ বাগিচায় ফুলের দোলায়
তাবনা এল কোন স্ববাসে ?

অমর্ত্য সেন

(বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

বর্ত্য থেকে অমর্ত্য ? সে তো অনেক দূরে !

শব্দ পৃথিবীর বিশাল অন্ধ কুড়ে

পেয়েছ কি কোনোদিন সেই পথ বুড়ে ?

আপনারই অন্তরে আছে দেখ চেয়ে

হৃদয়ের হাল ধরে এক চিরন্তনী নেয়ে

সেই প্রেমের নিশান ~~কল~~ বায় যুঝে যুঝে !

(৩৭)

অল্লাহ'র রায় লীলা রায়

অসুখী অল্লাহ'র অংকুরাণয়ে বাস

প্রেমের লীলায় উদ্ভাসিত

মহান অন্তর্গত ।

মৈত্রেয়ী দেবী

বিশাল সাহিত্যলোকে দেবী !

তুমি হুসজ্জিত

ছই বাংলার ঘরে ঘরে

মৈত্রেয়ী কত হুসজ্জিত !

তুমার কান্তি ঘোষ

(সম্পাদক : অমৃতবাজার, গুণাস্তর)

তুমার কান্তি ওত্র পাহাড়

স্বর্ষোদয়ে লাল একাকার !

মুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(লেখক)

মুনীল আকাশে উঠিল রবি

আকুল সাগরে উখলি ছবি !

বিশ্বজিৎ রায়

(অন্তরবাক্যের পত্রিকা)

বেয়াইমশাই বিশ্ব জুড়ে

যত দূরেই থাকুন

চিংড়ি মাছের ইংলিস্ ফ্রাই

একটু থেতে আসুন !

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

(লেখক)

আনন্দবাক্যের পত্রিকায়

নীলার জীবনের অভিযান ভাবনায়

“বাঙালির আমেরিকা দর্শন” পড়ে—

শীর্ষেন্দুকে মনে হয় যেন চূড়ামণি

ধীর লেখার অসীম অবদানে প্রমাণ ভূমি

কত কঠিন সমস্যা আছে বিশ্বের

ঘরে ঘরে—

বুঝি সেই ব্যথাই ছুটে চলে

তার কণমের শীর্ষ ঘরে !

জালাল

(কবি, লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোট ভাই)

কে জালাল সাবের বাতি

সিঁদু আকাশ বেলে

পূর্ণ শব্দ উদ্ভাসিত

গুণো ! যেও না প্রত্যন্ত এলে !

নবনীতা দেবসেন

(লেখিকা কবি)

আমরা নবনীতা

রচিত নবগীতা

পাঠিব ভাগো ভাগো মহীর গান

দিকে দিকে যত—

আছে নারী ক্ষত—

উদবে শুদিনে সবার প্রাণ !

পূর্ণেন্দু পত্নী

(চলচ্চিত্র পরিচালক শিল্পী লেখক কবি)

পূর্ণ ইন্দু পূর্ণ ভাস

দূর দূরান্তে ছায়

পত্নী লভায় সিঁদু বলক

চোখের পলক ব্যয় !

অমিতা সেন

(অমর্ত্য সেনের মা)

অমৃত মানে হৃদয়

মি লন মানে ভালোবাসা

তা ইতো এমন বাসীকে দেখে

ভেগে ওঠে প্রাণে আশা !

আনন্দ বাগচী

(লেখক কবি)

এ কী আনন্দ এ কী বিশ্ব

এ কী অপকল্প কৃষ্টি

ভাষার আখরে আখির মিলন

জাগায় মনের কৃষ্টি !

পবিত্র সরকার

(লেখক)

পবিত্র সরকার :

ইনি আমার কোথাকার

এ যুগে কোথা তার বাস ?

যাকে বলি মারে ঠাস্ ঠাস্

টেরা বঁকা হাদে একরাশ !

আকাশে, বাতাসে, প্রাণ যায় বিবশে

এতটুকু পবিত্রর পাই নাভো লেশ !

তুণু তুণু কালো মাথা চেয়ে আছে

— দেশ ?

তেলে নয়, জলে নয়, দুধ নয়, চিনি নয়

হয় নাভো কলকাতা তুণু নয় ছয় !

সাবিক ভালোবাসার নাই অবশ্য

এখানেই আছে তাঁর অমৃত লেখা সার

তিনি কানুনগো পার্ক গড়িয়ার,

রবীন্দ্রভারতীর সাইন্সচ্যামেলর

ঐযুক্ত পবিত্র সরকার !

রেখা চক্রবর্তী

(নীলন শিল্পী - চিত্রকলার)

রেখা চক্রবর্তী নীলন রেখায়

আনলো দোলন চিত্রকলার

সর্বজনী সর্বময়ী

বর্ষে বর্ষে বসন্তরায় !

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

(আত্মকাল সংবাদপত্র)

১

রুচিরা চাহিল এক পলকে

ভলিয়ে গেলার ভাস্ক লোকে !

২

কু ত্র তোমার রূপের আলো

তি র নূতন পথে

রা ত্র শেষে সিদ্ধ বেশে

এলে বিজয় রথে !

৩

কু টির উপর ডাল জেলে যা

তি ফের উপর দই

রা গের উপর রাগিণী গা

ও তোর মনের যে নাই থই !

শংকর

(লেখক)

শংকর শংসন

অনিতেছে বন্ধন

নাহিতোর আশ্রিতে

দিকে দিকে ওঠে বেতে !

প্রমোদ বসু
(কবি লেখক)

স্বর্ধোদরে আলোর ছটা
ছড়িয়ে পড়ে তুঁথে—
প্রমোদ কাব্যে উঠল জোয়ার
ভরল শহর গাঁয়ে !

অমিতাভ চৌধুরী
(লেখক কবি)

অমিতাভ কে যায় না ধরা
স্বর্ধ চটায় উড়ছে চড়া ?

বসন্ত চৌধুরী
(চলচ্চিত্রশিল্পী)

শ্রুতির কাপন শেষ হল হায়
আবার কিসের নাচ ?
এল বসন্ত ফাগুন চৈত্র
লাফাও সকাল সাঁঝ !

আনন্দশংকর, তনুশ্রীশংকর
(নৃত্যশিল্পী)

জটাশংকর ! তাঁর নৃত্য ভয়ঙ্কর ।
দুর্ধর তাম্র লীলা
কিন্তু তাঁর হৃদয় বন্দিরে ছিল
গৌরী তনুশ্রীর প্রেমবরী শিলা
রবির উদয়ে ললিত চরণে

আমলক বিতানে ভাগে একদিন—
মতিত সেই তরু চাক্ষুশীলা !

রাধানাথ মণ্ডল

(লেখক জার্মানিস্ট)

নহো তুমি রাধানাথ কককাত হরি—
তুমি সাহিত্যে তরুত যশুল নবীনবে তরি !

দেবপ্রী রায়

(চলচ্চিত্রশিল্পী)

দেবপ্রী সেই দেবতার অঙ্করূপ !

দুর্নিম্ন মহাজাগতিক আলো—

অগণন এক নক্ষত্রমালায়

মহর্লোক জারায় আপন কালো !

সুধীর মৈত্র

(চিত্রশিল্পী)

অধৈত সুধীর মৈত্র

লেখনীর অসীম রেখায়

চিত্রাঙ্কনে যন্ত নেশায়—

এলো বসন্ত, ফাগুন চৈত্র !

গণেশ হালুই

(ভাষ্কর্যশিল্পী)

পুরাকালে বুঝি কোনো ভাস্কর—

তুল করে প্রাণিক সার্জরী

এক বাঁহুকের দেহে বসালো হায়
হস্তির মুখ প্রাণভরি !
বিধাতা সেই প্রমাদ ভণে
ধীমন্ত ভরল মাথায়
জাগল গলেশ হনয়নে !

সুশীল রায়চৌধুরী

(সম্পাদক : বিধাননগর সংবাদপত্র)

আমার কাবাকলি ফুটল প্রথম
বিধান নগর সংবাদে
কাগজ ধুলেট হেসে গড়াই
আটখানা হই আফ্লাদে
ছুটল চরণ বিতান্ বিতান্
সম্পাদকের দপ্তরে
আরো কিছু কুড়িয়ে নিলাম
লেখা মাথার চক্রে
অটোগ্রাফ তাবছি নেব
সুশীল যেসোর কাছে
একটু এগোই একটু পেছুই
ভুল যদি হয় পাছে !
সবার আগে বক্তব্য লিখতে হবে ভালো
প্রবাসিনী বাংলা শেখে
উর্ধে দেখে আলো !

ডাক্তার অজিতকুমার দত্ত
([বারী] ত্রিগেভিয়ার—অবসরপ্রাপ্ত)

১

অজিত কুমার দত্ত
নহে শিক্ষা আমার পড়া
নিজ বাংলার প্রেমে সিক্ত
গুণে বিদিত মহা চিত্ত
সেবা তুমিও অনুজিত
শ্রেষ্ঠতম বত তুমি আছে
প্রতিযোগিতার বিশেষ
আজ তৈয়্যজ মদির মন্ত ।

২

অ অস্তেদী চিন্তা বধন
জি রক্ত মেঘে তাসে—
ত অসত্যয় অথই বিবেক
ধূলিকণ্ডে হাসে !

অনীতা

অ স্তরীক্ষে
নী ল আভাস
তা হারি বকে নিভ বাতাস !

বুদ্ধদেব

বু কদেব ছিলেন কত বড় !
জ রা বাহ্যিক ভরা
খ রার থাকে মানব সেবার
জে বতোরও সেরা
ব লো অক্ষয় করজোড়ে

আজ যে তাঁহার জন্মদিন
দুঃখ সবার করব ঘোচন
মুছব দীনের অস্ত্র রোমন
বাসব ভালো অন্তরীন ।

সুনীল বসু

(লেখক)

সু দূরিকা পলক তোলে
নীল আকাশে
জ জ্ঞা ভরে দুই নয়নে,
না-জানি কি ভালোবেসে

অম্লান দত্ত

(লেখক ইকনমিস্ট)

অ স্তরীক্কে আলো
রা ন হয়ে এল
ন ব সন্ধ্যা তারা আগে
দ রাজ ধূসর অজুরাগে
ত মাল বনে অস্তাচলে
হারায় অরুণ অর্ক
ত তমসাম্বয় দিগন্ত জুড়ে
খুঁজে না পাই তর্ক ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

র বি ঠাকুরের কল্পমিত্রে
রং বেরঙের ঢঙের কবি
বী বদান্ধের সাথে
ন পর ঘুরে কাব্যগীতে
বিন্দুতা তাবিন্ নাচে !
জ পাচার্য স্বর্ণ সত্যায়
না না মূন্নির চাউনি দেখে
খ মূকে চেয়ে থাকে
ঠা কুর দেবতা
কু শিশু দেখে মর্ত্যলোকে আসে
র সের ভাষায় স্বপ্ন ঢেলে
ছন্দ মেখে চাখে !

দেবেশ রায়

(লেখক)

তোমার শুভাসীষ দিও
হে বীরেশ্বর দেবেশ
লহ এই প্রার্থনা মোর
পড়ে আসে দিন !
'তবু নতুন আশায়
যেন মূর্ত হইগো বক ভাষায় !

ত্রিগোড়িয়ার রবীন্দ্রনাথ দত্ত—জন্ম দত্ত
(আর্মিতে বিশিষ্ট পদাধোলজিস্ট, অবসরপ্রাপ্ত)

জীবের অঙ্ক করে বিচিত্র রক্তের খেলা
হুগে হুগে করে করে সৃষ্টির খেলা

কখনো প্রতিকূল জীবনের প্রভাব আসে
 প্রকৃত শোণিত হারায় —
 দিশাহারা হৃদয় বুঝি
 একে একে প্রত্যক্ষের শক্তি হারায়
 জীবগুহুকে এস রথীন্দ্রনাথ !
 রক্তকোষের কর পরিজ্ঞান ।
 ওগো দয়াময়ী সৰ্বজন্মা দেবী ।
 আর্তদেহে ফিরে দাও মহাপ্রাণ
 রক্তের অভাবে মুহূৰ্ত্ত মানবের দেহে
 আশ্রক জনতার মহৎ রক্তদান ।

বৃপসু

(বিপাসা)

বৃপসু বৃপসু বড় নাম বিপাসা
 নদীটির নাম শুনে লাগে বড় পিপাসা
 সেই নদী পাঞ্জাবে
 বোম ফাটে ডান বামে
 বল তবে কোথা যাই ?
 দুবাই এ চলো যাই
 সেইখানে বিপাসা
 আদরিনী মেয়ে
 স্নানীতল জল নিয়ে
 নেচে এলো বেয়ে ।

রূপশ্রী সেন

রূপশ্রী বড় নাম
 আদরের পুসি
 বড় হাসি খুশি

আক্লামে আটখানা
 বড়ো বড়ো চোখটানা
 কত কথা বলে যায়
 মিষ্টি মিষ্টি—
 প্রতি কথা ভরে যেন
 নব নব সৃষ্টি ।

তারাদি

তারা তারা কত তারা
 আকাশের গায়—
 কিলমিলে শোভা তার
 কোন তাবনায় !

ডাক্তার অরিন্দম দত্ত—সোমা দত্ত
 (পুত্র এবং পুত্রবধূ)

সোমা মানে তাকরিণী
 অরিন্দমের পুরজী
 বীৰ্যবতী আর বিতাবহু
 হিমালয় আর জালুবা ।

স্তূপূর্ণা দত্ত
 (অবস্থা সেনের বোন)

স্তূপূর্ণা এসেছিল একদিন
 পূর্ণ জেগে উঠেছিল যন
 কিছ সে কথা বলা কি যায়
 কি করে নিমেষে ভাবি সে
 এত আপনজন ।

অলোককৃষ্ণ চন্দ্রবর্তী

(লেখক)

অলোককৃষ্ণ হৃদয় আকাশে

ছিল যেবে যেবে কত স্তর—

তারপর ?

অকস্মাৎ বজ্রোৎপাতে

এল এক বিবম বড় !

সুভাষ মৈত্র—সুমনা মৈত্র

(বেয়াট বেয়ান)

সুভাষ সূচেরা ওগো সুমনা দেবতা

সবার হৃদয়ে আনো মহাসুভবতা !

অগ্নীশ দত্ত

(বড় নাতি—বড় ছেলের প্রথম পুত্র)

অগ্নীশ ! তুমি মহান শক্তি

বুঝি নুহ ! দিয়েছ জীবন তত্ত্ব

কৃষ্টি লীলায়—বিশ্ব কুমর—

‘হৃদয়’ তোমারই ! প্রাণের যন্ত্র !

অবি দত্ত

(ছোট নাতি—বড় ছেলের ছোট পুত্র)

অবি জানে না কোথায় কী

তবু জানে পরম ধ্যান জ্ঞান—

বাণী তারে তাঁর হয়েছে গ্রন্থ

বাহুব দেখে সেই মহান অবদান !

অরুণ প্রভাত

(জয়লপুর)

বাড়ীর নাম 'অরুণ প্রভাত'

থাকেন রমা সেন — বেমান

এবং ভাস্কর প্রদোৎসবর সেন — বেয়াই

তাই নিয়ে লেখা ।

অরুণ উদয়

সীমন্তিনী রমা দেবী

উদিল অরুণ প্রভাতে

তালে প্রদোৎ ললিত চরণ

বিরাজে গোমার অভয় কিরণ

ক্রন্দসীমর শোভাতে !

প্রভাত প্রদোত

প্রদোত দাদা বড্ড দাদা

একটু বেলা হলে

ক্রন্দসীমর আলো ফেলো

উর্ধ্বে চলে চলে !

ডাঃ বাপুন

(জামাই)

বা সন্ধান জয়লপুরে —

প ডা লেখায় মুক্ত প্রাণ

উ তে ধরে তথা বত

ন বীন ভাস্কর কর্মে রত

উষাও করে রোগের জ্ঞান !

ডাক্তার মধুমিতা সেন

(কন্ডা)

ম মধুমিতার বিয়ে হল

মুখু মায়ের বাচী—

মি খ্যা হুকুল ভাবনা নিয়ে

বিষম কান্না কাটি

মনের বেদন আঁটি

তা ই তো ভাবি দিনে দিনে,

কোথায় গেল উৎস তরা,

সবার মনোরথ— !

সে ই সে জীবন !

ন তুন করে দেখব কি আর—

তাদের নিয়ে সিঁদ্ধ সোনার পথ !

অবিনাশ সেন

(নাতি—মেয়ের ছেলে)

অবিনাশের অশীম ভাবনা:

কৃষ্টি ঘিরে আছে শুধু মন

অহোনিশ প্রকৃতি ভাঙা গড়া

সে তো শুধু বিধির খেলা !

বিশ্ব গোলক অমর হোক

এই ধ্যান তাঁর অলুক্ষণ !

ডাক্তার বাপু

(বড় পুত্র)

বা বা অতি ডাক্তারিতে

পু রলো দিন সাক্ষরিতে

যদি কারোর হাড় ভেঙে যায়

বাপু, জুড়তে সে হাড় তাঁর বেগে যায় !

ডাক্তার অমিতাভ দত্ত

(বড় পুত্র)

আ বিতীৰ্ণ ছিলে নিম্ন

মি জ হল তাই বিশ্ব

তা মিলনাত্মক পণ্ডিতেরী

— JIPMER—এ

ত ত্তি ভরে জ্ঞান তুলেছ সেই পারে—

দ যাবতী মায়ের কৃপায়

ত ন বন বন এক করে—

ত রণীর কোলে বাইচ জগৎ

আজ মীনাক্ষী দেবীর হাত ধরে !

মীনাক্ষী দত্ত

(বড় পুত্রবধূ)

মী নাক্ষী চোখে কাজল নাইবা মিলে

মা ইবা এলো সূর্য আলোক দিনে

ক্ষী ন আলো তাও তো গেল

যেথের অন্ধকারে—

উঠল বাতাস ঘূণি করে

নিঃ চলল সজল নয়ন

ওগো বধূ ঠিক তোমায় নেব চিনে !

ডাক্তার টুকুন

(ছোট পুত্র)

টু ক টুক করে চলছে টুকুন

কু ডার হাজার জ্ঞান

ন তুন ডাক্তার এত টুকুন

সদাই করে ধ্যান !

ডাক্তার প্রসাদী পাল

প্রাণ ধর্মের বিখ্যা যত

স্নান যত বন্ধ কর

দ্বীপ ন হুস্বীর কথা ভেবে

সত্যকে আজ উঠে বর !

সুমনা বিশ্বাস — সুজয় বিশ্বাস

(ভগিনীর পুত্রী এবং পুত্র)

সুমনার জন্ম হোক

পৃথিবীর আশ্রক সুজয় বারবার —

বিশ্ব গোলকে লেখা আছে তাঁর নাম

জ্ঞানের ধার নাই আড়পার !

অম্বরীষ দাস — অভিষেক দাস

(দুই ভ্রাতৃপুত্র)

অম্বরীষ-এর অভিষেক

অভিসিক্ত হোক বারবার

স্বর্ষ বংশের শালীনতা

কোরো না ছারখার !

অনুসূয়া দাস

(ভ্রাতৃবধূ)

অনুসূয়া নামটি অতি কোমল

কিন্তু প্রবীরা অনুকণ

জীবনে বড় বজ্রার দিনে

দিয়ে যায় প্রেম নিদর্শন !

পার্বসারথি দাস

(ভাই)

পার্বকে জানি কৃষ্ণসখা কিরীটী
কৈবর তাঁর সারথি আছে সাথে সাথে
ছুগম পথে যেখানেই যাই
জানি সুপ্রবীর পরম ভাই !

বীথিক। বোস

(বোন)

বন বীথিকায় ছিল রাকা রাত
আকাশে বাতাসে ছিল কতকথা
পথ শেষে নতুন জীবন ধার।
দেখেছে ভালোবেসে দুকূল তরুলতা !

জয়ন্ত শূশান্ত অচিন্ত প্রশান্ত

(ভাই)

অন্তরে অন্ত যে আর নাই
জয়ন্ত শূশান্ত অচিন্ত এবং প্রশান্ত হৃদয়ে—
সব স্থানে অহোরাত্র পাউ চির টাঁই
এই আমি ! যে আর আমার মধ্যে নাই
জীবনে কি করে ভাবি ভাই ?

রেণুকা দাস

(বোন)

রেণুকা জানে না সে কী !
ফুলের জীবনের সাথে
অকারণ বাতাসে বিলার মন
অহুঙ্কণ বিধির লীলায় মাতে !

মঞ্জুলিকা বিশ্বাস

(বোন)

সেই মঞ্জুলিকা চিরজ্ঞানের রূপিনী

আজ বুঝি সে অরূপ !

অনন্ত আধার, অনন্ত বাসিনী ।

ভূপেন্দ্রনাথ দাস

(পিতা)

আমাদের পিতা ভূপেন্দ্র বুঝি ভূপের ইন্দ্র

চিরনাথ ধরণীর—

হায় ! তিনি আজ আর নাই

নাই সেই স্বপ্নবীর কায়া ।

তঁার স্বকণ ! মুছে গেল সব—

ছেয়ে আছে নিস্তল আকাশে

মলিন চায় !

শান্তিপ্ৰভা দাস

(মাতা)

সেদিনের আলো একে একে সব 'নভে' গেল

শেষে, আমাদের ফেলে মাগে' ।

তুমিও চলে গেলেন কত দূর—

বেশানে বাবা আছে, তুমি গেছ তঁার কাছে

নব বর্ষায়, 'তাই বুঝি বাজে

তোমার করুণ রাগিণী হুর !

স্রাবণের মেঘে বিদ্যাহ পাতে

একী ব্যতাসে বড়ের শোভা !

তোমরা হুজনে পাঠালে কী
 এমন অকোর শাস্তিপত্রা !
 করে করে যেব উখাল পুখাল
 ওয়া ! একটু পনিত হোক—
 তনি যেন বাবার অতল নেহে
 চির মর্মবানীর যোগ !

অমিতান্ত ঘোষ
 (বেয়াইমশাই)

অ নীরা হুদুরিকা
 মি জাহরী
 তা মসী গভীর নীলে
 ত রিল তারকা চন্দ্র প্রদীপ
 বিশাল শূন্তে মেলে !
 ঘো বণা করিল মিতালী এবার—
 য ডবির গীত চুকে—
 নূর প্রদীপ জালব আবার—
 ওগো বন্ধু ! তুমি দেখবে নিশ্চন্দ্রে

নীরা ঘোষ
 (বেয়ান)

অ ন বে আর যায় না বরা—
 ই ধর !
 জা জি বে আর যায় না—ঢাকা
 ভাবর !

শ্রীতি নন্দন

(নন্দনের কল্প)

শ্রীতি রেহ ভালোবাসা
রাতের শিশিরে বরে সেই আশা
অন্তরে যুঁজি তার বন্ধন
ভেঙে পড়ে ছনননে ক্রন্দন
পথ প্রান্তে প্রেমের যত তিথারি
যুঁতিবৎ চেয়ে আছে চিরন্তন ।

মঞ্জুশ্রী — ভানু দাসগুপ্ত

মঞ্জুশ্রীময় তাম্র তাম্র
উডাসিত পূর্বাকাল !

জয়শ্রী রায়

হৃদি বী হৃদি শ্রী
হৃদি জয়শ্রী !

গীতা — জ্যোতিগুপ্ত

শ্রেষ্ঠ বাণী গীতার ভরা
সর্ব জ্যোতির্ময়
পীতা জ্যোতি বহুধরায়
স্বয়ং কী আছে ভরা !

পুণম রুমা ডলি
(তিন আঙুল)

পুণম রুমা ডলি
যেন সত্য জ্যোতা ঘাপের যুগের কলি
তিনজনকে একটি কথাই বলি
চোদ্দ শতাব্দে মানুষের মনে মনে
উঠবে কি ফুটে সেই প্রাণ পদ্ম
চেতনার পাপড়ি শতেক খুলি ?

বিপ্লব, তন্দ্রা, অঙ্কু, পিয়ালী, অরুণ
(দুই ভাতর এর নাতি নাতনী পুত্রকন্যা)

কে আঙ ? বিপ্লব ! তন্দ্রা ! অঙ্কু পিয়ালী অরুণ !
দেখেছি কি চেয়ে, মহা জগতের বিশাল স্বরূপ
একটু আকাশে অসংখ্য গ্রহ তারকা মিলে মিশে
চলেছে অবিনাশ আজন্ম কাল ভালোবেসে !
সেই বিধি পৃথিবীতে—
জীবের কোটি কোটি ছোট ছোট বাসা
হোকনা বিপন্ন ! তবুতো পরম নিতান্বি—নিরবধি !
প্রতিটি ভোরের রাঙন আশা
সবার উপরে এস শেষ্ঠ মানুষ
ককণার বুক বাঁধি !

মনে পড়ে

মনে পড়ে সেই কোন ছুঁরের স্বতি
অলুপ সবে সীকের বাতি
একটু একটু মনে পড়ে
মুখ সবার সামনে ধরে

হাজি হবে চুকল হবে
 খোলা মেলা গজ হবে
 উকি দিয়ে দেখেছিলাম,
 ইয়া এই সময় বিশ্বাসকেই চিনতাম !
 ছিলাম নিছক দিদি অসহায়
 ভাট বলতে কিছু পাইনি উপায়
 মনের বধো ছিল কমে বত —
 ভালো লাগা য়েহ দৃষ্টি শত
 ছিল তখন আসানসোলে বাবা-মা
 কালীদ বাড়িতে আমি আর পিদামা
 চা আর বেঙনী ঘরে সময়
 যেন ফুলের উপর ভ্রমর !
 প্রবং লাড়ুক রাঙা দীর্ঘ
 সম্মুখে মঞ্জুর গায়ে যেন অর্ঘ
 মনে পড়ে সেদিন সন্দের পরজায় কড়া নেড়ে
 ডাক দেয় সময় বিদায় ভরে
 মঞ্জু আছে মঞ্জু ?
 গভীর হতে কমে কোমলতম হবে —
 মঞ্জু আছে মঞ্জু ?

সেই সকল ভুল কর
 জীবনে চির স্বরূপ করে।
 চির নবীন করে।
 আজ এই বিবাহ লগ্নে হে ঈশ্বর !
 যুগে যুগে স্থায়ী হোক মঞ্জু দমর

মঞ্জুর শুভ পরিণয় সময়ের সাথে
 বিভিন্ন নব বিশ্বাসে শুভ মন্ত্রের সাথে
 বাঁধরে যুগল প্রণয়ভোর এই স্তম্ভুর রাতে

যহু, অষ্ট তোর ওই নিবিড় কনক
 বিদ্যাস নামে হোক নামকর
 আসে আশ্রয়, কঠিন জীবন-সময় —
 প্রেমের আঘাতে হবে জয় জয় !

নীরেস্ত্রনাথ চক্রবর্তী

(ওনার উল্লস রাজা বই থেকে কবিতার নাম এবং লেখা থেকে)

নীরেস্ত্র ! কোথায় নীরেস্ত্র ?

উজ্জ্বল বঙ্গোপসাগরে চক্রবর্তী

উজ্জ্বল মহোমি বলে ওঠে

চেয়ে দেখো 'কোন দিকে ফেরাবে চকু !'

'বুকের ভিতর থেকে' আবার কে বুঝি বলে ওঠে

জেনে নাও কোনটা 'প্রাকৃত বচন' !

ভেসে চলি তাঁর কাব্য লোকে —

'অকাল সজ্জা' বলে ওঠে "বাখ্যা বহুবিধ

—কিছু তথ্য এক," "ব্যাস বাক্য মিথ্যা নয়"

কিছুই 'বুঝতে পারিনা' !

'বাত্মা বদল ?' সে তো সম্ভব নয়

'ভয় করলেই ভয় !' এবার আগুনের দিকে ?

নাঃ ! তাহলে দ্বিতীয় জন্ম নিতে হবে

এত দিন তাঁর লেখায় —

"মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে কান্ধে ওঠে"

"এখন এই পড়ন্ত বেলার"....

তাই তো তা'ব 'আজ বিকেলে'

কত সহজেই দেখা হল

নীরেস্ত্র ! তোমার অন্তরে শুধু লহরী —

অনন্ত আখর লহরী !

মেনকা শ্রামলী বাগ্না অশোক

মেনকা শ্রামলী বাগ্না অশোক

জীবনের ধাপে ধাপে

দুঃস্বপ্ন বুঝি কাপে

গেঁথে চলে অতুল জীবন

জ্ঞানের অর্থ্য সাজাতে সাজাতে

একী নিবিষ্ট তত্ত্ববন !

আরতি দাস

(নন্দের পুত্রী)

এবার পুত্র আরতি শুক হল

ওগো অন্ধ হৃদয় — রুদ্ধ হৃদয় খোল !

খোকাথুঁকুরা মুনমুন সঙ্কিতা নন্দিতা

(ভগিনীর, ভ্রাতৃর পুত্র, পুত্রীর)

খোকা থুঁকুরা মুনমুন সঙ্কিতা নন্দিতা

লেখাপড়া নাচে গানে সকলেই বন্দিতা

তু কি তাই ?

এখানে ওখানে ছোটো

এই আছে এই নাট !

ত্রিগেড়িয়ার রসময় গান্ধুলী

(বিশিষ্ট শল্যতন্ত্র চিকিৎসক — অবসরপ্রাপ্ত)

একী তোমার হৃৎকণ !

অতি বালকের মত সূত্র —

বাগ্‌বিদ্যে সর্বোচ্চ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সমুদ্র !

আমি আমার বলিষ্ঠী তবু তনেছি
 তোমার বীজলক্ষিত আরো আরো বিস্তারিত
 যখন ধ্যানমগ্ন পড়ে ওই নিবিড় নয়ন
 অস্ত্রোপচারে মত
 অথবা প্রান্তিক সার্জারীতে রত
 অক্লান্ত অবেশে মুমূর্ষু বোতাকে
 পুনঃজীবিত করেছ সকল সাকল্যে
 তাইতো এসেছ এই স্থল সৈন্ত অকলে
 অহোরাত্র ধ্যানমগ্ন তবু
 কল্পোলিত বাস্তব সত্য
 প্রাণচকল অতল হাসিতে
 বাস্তব থাকো কত
 দূরাদূর দেশান্তরে
 পেয়েছ কত উর্ধ্বতর মান
 সমগ্র ভারত সৈন্ত জানায় সম্মান
 রাষ্ট্রপতির নজরে এল উদ্ভাবনা যত
 অতি বিশিষ্ট সেবা পদকে
 করেছে অঙ্গীকার !
 সৃষ্টি বিঘাতের ত্রুটি ছিল তবু
 তাঁর আপাদ দীর্ঘতায়
 অগ্নিহুত হুমি আজ ঢেকেছ সে ভুল
 ক্ষমার অসীম সাধনায় ।

THE NEW MONSOON

(नववर्ष)

A piece of cloud appears and says —
Looking around with a smile
“Oh I am, as if, the queen of the skies
When the summer ends, these days.”
Hearing this the dark black cloud
With thunder above starts to shout —
“What a foolish are you !
I am the highly revered king of this space,
You such a trifling little cloud, hence
How dare you come here ?
Just cast a glance and see
Who else is like you, there
So go away and don't disturb me !
The dishonoured very shining cloud
Enraged, hot in a huff, trembles in anger
Sunk in deep sentiment and thought
Showed her illuminated wonderful eyes,
Her glowing magnificent body with dishevelled hair
Drifts with fleeting winds,
Piercing the inaccessible dark
Reddened with Vermillion,
The elegant steps in evening twilight
In the lap of fog very dense
Charged with emotion : the body and mind
Swings with fluttering large bright eyes.
The dark black cloud looking at the audacity
With a buzzing blow commands—

"Soldiers, advance roaring, arrest and encircle."
 Soon the Lightning sparkling every moment
 Made the soldiers almost senseless & faint.
 The dark black cloud then moans —
 "Alas ! What's this magic the Lightning's cast
 the disasterous storm of doom !"
 Flash ! Flash ! Flash ! in the Sky and the horizon
 "It's blinding, and blinding my Vision".
 How thrilling is the Lightning show
 Destroying the vainglorious king of cloud by a
crushing blow !

"Ho ! dear my beauty, show thou presence, nice
 I am gone and dead otherwise !"
 Whence comes the rain and shower
 Sweeping away all the anger.
 "Oh" cute white cloud how you collide
 Shaking the earth & Sky !
 Playing the charming fascinating Lightning
 Do you weep in sympathy ?" Says the king of clouds.
 "To whom you love with compassion — for this incapable ?"
 The tired very shining cloud
 Lay prostrate saying —
 "Take me as thou own
 In the tears of New Mōnsoon."
 In the ocean of conscience
 All forms of love, black or white
 Flows only as a stream of mercy
 Touching the soft sweet heart
 As if dancing and rising tides !

—Translated by Brig. *Ajit Kumar Dutta*

THE OMNISCIENT WITHIN

(अलक्ष्मी)

Eyes know what the eyelids
open to speak out ;
Mind knows what was unspoken within the mind ;
The wayfarer knows how to walk as long as
he was on the way,
Religion knows how all and sundry could be
sheltered under one canopy ;
Work knows at what point of land and water
the life's load will anchor,
The sea knows the unseen and unfathomable
beauty of its ocean ;
The Sky knows the commanding silence
that it overcomes with,
The mother knows the baby's pains and
pleasures and relief,
And the Supreme Architect is also the
Supreme knower, the Omniscient
Who awakens all the world to life.

— Translated by *Sri Mankumar Sen*

THE MIRAGE

(यमौचित्य)

Oh ! Pleasure ! thou art restless in desire
remove thou veil as the darkness ends
Raise no barrier anymore
out of sheer madness of thou beauty.

In your offer of ever-illusory love
leave the sublime touch.

Lo behold the ephemeral dawn
in the serene red neo-horizon

Changeth to scorching Sun in the sky.

Oh what a rude Sunrise !

To attain enlightenment ? Within its abode in darkness !

The blazing heat pervades the long day

The heart trembles bewildered in its path to eternity

The night in its evening chariot alights

and laughs aloud in the Cosmos.

— Translated by *Brig. Ajit Kumar Dutta*

FROM CITY TO VILLAGE

(শহর থেকে গ্রাম)

To-day, I wish to go to KANCHANGRAM.

Stop the agitation of love,

Look at the green signal, entrained

Crossing the city. The train runs

The clouds run with eyes,

Anxious season get excited

For what reason this ineffectness,

Song of heart has sung by colours

Opening the fold of unfolded conscience

There is something that agitates

Oh ! Sit down for a while in the open air

And think for this journey.

The door of soul has broken

Tranquillised the storm Darkness has come
Here is the KANCHANGRAM.
From the cavity of mind, Light is shown.

— Translated by *Madhabi Bandopadhyaya*

PAIN

(বেদনা)

Pain, thou art indistinct, unkind torture
Thou art the deep dark
Overstep the Ocean's limit—
Thou the intensity of Emotion—
To the distinct sense.
Pain—thou art the beautiful dark night
Full of Stars.
I see the hope of light among the dew
While coming the action and reaction
In the tears of season,
In every moment of life !
The earth trembles with the unbeatable soul.

— Translated by *Madhabi Bandopadhyaya*

THE DEPICTION

(রূপায়ণ)

The Picture seeks its own colour and excellence
Afar, from metamorphosed ideas.
The amorphous becomes a wreath of beauties

A keen sorrow appeals several times -
 He always keeps open the door of heart
 If not proceed in dark - on the way
 Drive and cross the river of sorrow at eve.
 A wrong conception has dreamt
 Awakening him in chariot of conscience
 you may bewail.
 Melancholy, pain, love are all my own
 Weave in one thread
 And build a house of heaven.

—Translated by *Madhabī Bandopadhyaya*

THE CALL OF HEART

(হৃদয়ের ডাক)

From the surface of the torn
 black cloud comes out soon —
 the sharp crescent moon.
 Pierce repeatedly with tall boom
 through the wearied shabby bosom
 of the bewildered wide sky
 being amazed, frosty blue, dry !
 The soft dew drops, silently fall,
 a lassitude of confusion lingers
 in the mind of the blind time—
 shivering of winter from vein to vein awakens.
 Ho ! My illusive mute night, deepens
 cold mid night ! open the door,
 Oh my cruel night, once more,
 with the lustre of consciousness, vision,

Look at the eleventh day of lunar moon
the strain of dry, dead blood sprinkles,
the sound & resound of dry leaves trembles
through the wind of the season —

What's the vibration ? What's a throbbing !

The subline call of the broken heart,

Echos from here to there, never lost.

— Translated by *Ruchira Mukherjee*

